গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৩ বর্ষ ২৩ সংখ্যা ১৪ - ২০ জানুয়ারি, ২০১১ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ২ টাকা

লালগড়ে গণহত্যার প্রতিবাদে গর্জে উঠুন

মার্কসবাদ ও সংগ্রামী বামপন্থায় অবিচল আস্থা রেখে গণআন্দোলন গড়ে তুলুন

সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের আহ্বান

আবার রক্তাক্ত হল লালগড়। সিপিএমের সশস্ত্র ক্রিমিনালবাহিনীর আক্রমণে প্রাণ হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল গ্রামের ৭টি গরিব প্রাণ। গুলিবিদ্ধ আরও অনেকে মৃত্যুর সাথে লড়ছেন। এদের অপরাধ — অত্যাচার সহ্যের সীমা ছাড়ানোয়, এরা প্রতিবাদ করার স্পর্ধা দেখিয়েছিল। মধ্যযুগীয় সামন্ত প্রভুরা যেমন অসহায়,গরিব প্রজাদের হুকুমের দাসে পরিণত করেছিল, তেমনই সিপিএমের ক্রিমিনাল প্রভুরাও এই গ্রামবাসী নারী-পুরুষদের, যাদের চাষবাসে, ঘর-গৃহস্থালীতে উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হয়, তাদের উপর ফরমান জারি করে ক্রিমিনাল ক্যাম্পে রান্নাবান্না, ঘরদোর পরিষ্কার, জামাকাপড় কাচা, ফাই-ফরমাশ খাটা, দিবারাত্র পাহারা দেওয়া ইত্যাদি করতে বাধ্য করেছিল। কাজেকর্মে এতটুকু ভুল হলে, পান থেকে চুন খসলে পাওনা জুটত চড়-লাথি, লাঠির বাড়ি, অকথ্য ভাষায় গালাগালি। কত আর কত গুমরে গুমরে মুখ বুজে সহ্য করা যায়! এ অবস্থায় নতুন ফরমান এল যে, সকল ঘরের কিশোর-যুবকদের পাঠাতে হবে ক্রিমিনাল বাহিনীতে অস্ত্রশিক্ষার ট্রেনিং নিতে। এতেই ব্যাপক বিক্ষোভ ফেটে পড়ল। ৭ জানুয়ারি দলমত নির্বিশেষে সকল গ্রামবাসী, বিশেষত মহিলারা এই জুলুম বন্ধ করার দাবি জানাতে গিয়েছিল ক্রিমিনাল ক্যাম্পে। উত্তরে তারা পেল অতর্কিতে গুলিবৃষ্টি। 'শান্তি প্রতিষ্ঠার বাহিনী' সিপিএমের ক্রিমিনালরা এভাবেই 'শান্তি' প্রতিষ্ঠা করল। নিকটবর্তী পুলিশবাহিনী, কেন্দ্রীয় সরকারের বাহিনী সব দেখেশুনেও চুপচাপই থেকে গেল।

এ জিনিস নতুন নয়। এ রাজ্যে গণআন্দোলন দমনে, দলীয় আধিপত্য কায়েমে, বিরোধীদের উপর হামলা ও সন্ত্রাস সৃষ্টিতে, ভোটে বুথ ক্যাপচারিংয়ে, সিপিএম সরকারি ক্ষমতায় বসে যেমন পুলিশবাহিনীকে, তেমনই সশস্ত্র ক্রিমিনালবাহিনীকে বারবার নির্বিচারে ব্যবহার করেছে। এর জন্য পার্টির কন্ট্রোলে তারা ট্রেনিংপ্রাপ্ত রেগুলার ক্রিমিনালবাহিনী গড়ে তুলেছে। ভারতের অন্যত্র কংগ্রেস, বিজেপি ও আঞ্চলিক বুর্জোয়া দলগুলি ভোটে ভাড়া করা 'মাসল পাওয়ার' ব্যবহার করে। মালিকরা শ্রমিক আন্দোলন দমনে পুলিশ ছাড়াও গুণ্ডাদের ব্যবহার করে, বিজেপি ও কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ব্যবহার করে। কিন্তু এক্ষেত্রে সিপিএমের অগ্রগতি সকলকেই অতিক্রম করে গেছে। এরকম রেগুলার সশস্ত্র ক্রিমিনালবাহিনী অন্য কোনও বুর্জোয়া দলও পোষে না। '৭৭ সালে সরকারে বসার পর সিপিএম এই সশস্ত্র ক্রিমিনাল বাহিনীকে লেলিয়ে দিয়েছিল প্রথম আমাদের দল এস ইউ সি আই (সি)-র বিরুদ্ধে, দক্ষিণ ২৪ পরগণায়, নদীয়ায়, বর্ধমানে, পুরুলিয়ায় — এ

৮ জানুয়ারি গণহত্যার প্রতিবাদে মেদিনীপুর শহরে এস ইউ সি আই(সি) ও তৃণমূল কংগ্রেসের শোকমিছিল

পর্যন্ত আমাদের দলের ১৫৮ জন নেতা-কর্মীকে তারা খুন করেছে, বারবার সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকার পথ, নদীর জল কর্মীদের রক্তে লাল হয়েছে, বস্তাবন্দী করে খুন হওয়া কর্মীদের নদীতে ডুবিয়ে দিয়েছে। কিছু শহিদের দেহের হদিশ আজও পাওয়া যায়নি। পুরস্কার হিসাবে সেই হত্যাযজ্ঞের হোতাকে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে। আমাদের দলের অপরাধ ছিল, '৭৭ থেকে টানা একমাত্র আমাদের দলই পশ্চিমবঙ্গে সংগ্রামী বামপন্থী ধারায় মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে হাতিয়ার করে একের পর এক গণআন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি করে গেছে। প্রাথমিকে ইংরেজি শিক্ষা পুনঃপ্রবর্তন সহ বেশ কিছু দাবি মানতে আমরা বাধ্য করেছি, যেটা দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের ও সিপিএমকে আতঙ্কিত করেছিল। তাই বারবার পুলিশ ও ক্রিমিনাল বাহিনী লেলিয়ে কর্মীদের রক্ত ঝরিয়েছে, হত ও আহত করেছে। যদিও আমাদের দলের উপর এই নৃশংস আক্রমণের খবর বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যমগুলি জানা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষকে বিশেষ জানতে দেয়নি। যেমন আজও আমাদের দলের কোনও খবরই বিশেষ দেয় না। সিপিএমের এই নৃশংসতার মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে গণআন্দোলন দমনে, বিশেষত নন্দীগ্রামকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে, বহির্জগত থেকে বিচ্ছিন্ন করে পশ্চিমবঙ্গের বাছাই করা ক্রিমিনাল বাহিনীকে জড়ো করে পুলিশের সাহায্যে যে বীভৎস গণহত্যা ও গণধর্ষণ তারা চালিয়েছিল, তার তুলনা এদেশে পাওয়া যায় না। এই ভয়াবহ হামলার সাফাইয়ে সিপিএম মুখ্যমন্ত্রী ২০০৭ সালের ১৪ মার্চ বলেছিলেন, 'ঢিল মারলে পাটকেল খেতে হয়'। আর ঐ বছরের ১০ নভেম্বর সিপিএম নেতারা বলেছিলেন, 'সূর্যোদয় ঘটছে'। কত নৃশংস হলে কেউ এরকম বলতে পারে! সেদিন সিপিএমের এই ফ্যাসিস্টিক আক্রমণ থেকে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলন তথা গণআন্দোলনকে রক্ষার প্রয়োজনে আমাদের সাথে আদর্শগত মৌলিক পার্থক্য সত্ত্বেও আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলাম।

লালগড়েও ছত্রধর মাহাতোর নেতৃত্বে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দাবিতে স্থানীয় আদিবাসী ও অন্যান্য গরিব জনসাধারণই জনসাধারণের কমিটি গঠন করে নন্দীগ্রামের ধাঁচে গণআন্দোলন গড়ে তুলেছিল। এই কমিটিতে আমাদের দল এস ইউ সি আই (সি) প্রথম থেকেই আছে। ওখানকার দলের সংগঠক বিবেকানন্দ সাউ এই কমিটির সহসভাপতি হিসাবে দীর্ঘদিন কারারুদ্ধ ছিলেন। আমাদের বেশ কিছু কর্মী-সমর্থক এখনও কারাগারে আছেন এবং অনেকের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলাও চলছে। এই আন্দোলনে 'মাওবাদী'দের কোনও ভূমিকাই ছিল না, শুধু ঝাড়খণ্ড থেকে তাড়া খেয়ে কিছু 'মাওবাদী' এখানকার জঙ্গলে আশ্রয় নিত। তাছাড়া 'মাওবাদী'রা ব্যক্তিহত্যার রাজনীতি করে, কোথাও জনগণের কমিটি করে জনগণকে সংগঠিত করে আন্দোলন করে না। জনসাধারণের কমিটির আন্দোলন চলছিল অত্যাচারী পুলিশ-প্রশাসন, চরম দুর্নীতিগ্রস্ত সিপিএম নেতা, সরকারি অফিসার ও পঞ্চায়েতগুলির বিরুদ্ধে। দীর্ঘদিন ধরে তারা মিটিং-মিছিল, অবরোধ, ঘেরাও, বনধ, থানা-প্রশাসন বয়কট চালাতে থাকে। লাগাতার এই গণআন্দোলনের ফলে এমনকী পুলিশ-প্রশাসন অচল হয়ে পড়ে, আতঙ্কে এলাকার সিপিএম নেতারা পালিয়ে যায়। আন্দোলনের চাপে প্রশাসন বাধ্য হয় ছত্রধর মাহাতোদের সাথে ১৩ জুন, ২০০৯ বৈঠক করতে। এই বৈঠকের পর ছত্রধর

সাতের পাতায় দেখুন

গণহত্যার প্রতিবাদে চার জেলায় সর্বাত্মক বনধ করলেন জনগণ

৭ জানুয়ারি লালগড়ের নেতাই গ্রামে গণহত্যার সংবাদ প্রচারিত হতেই জেলায় জেলায় এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) কর্মীরা প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারের দপ্তরে গিয়ে অবিলম্বে গণহত্যাকারীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবিতে প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এস ইউ সি আই (সি)-র নেতৃত্বে সাধারণ মানুষ। দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি ১০ জানুয়ারি পশ্চিম ও পূর্ব মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায় ১২ ঘন্টার বনধের ডাক দেয়। ৮ জানুয়ারি সারা রাজ্যব্যাপী প্রতিবাদ দিবসে অসংখ্য পথসভা ও বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত হয়।

নেতাই গ্রামে সিপিএম জল্লাদদের গুলিতে ৭ জানুয়ারি ঘটনাস্থলে ৩ জন মারা যান। হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যান আরও ৪ জন। আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথও ক্রিমিনালরা বন্ধ করে দিয়েছিল। আবেদন-নিবেদন করেও ঘন্টার পর ঘন্টা পুলিশকে পাওয়া যায়নি। গুলিবিদ্ধ হয়ে লালগড় ব্লক হাসপাতাল, ঝাড়গ্রাম মহকুমা হাসপাতাল, মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও কলকাতার এস এস কে এম হাসপাতালে এখনও মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন বহু মানুষ। দু'জন গ্রামবাসীর এখনও কোনও খোঁজ নেই।

৮ জানুয়ারি এস ইউ সি আই (সি) রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড পঞ্চানন প্রধান ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক কমরেড অমল মাইতি এক প্রতিনিধিদল নিয়ে রক্তাক্ত নেতাই গ্রামে গিয়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে অত্যাচারের বীভৎসতায় স্তম্ভিত হয়ে যান। তাঁরা স্বজনহারা ও আহতদের পরিবার-পরিজনের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁদের অভিমত, এই পৈশাচিক ঘটনা পূর্বপরিকল্পনা মতো ঠাণ্ডা মাথায়

আটের পাতায় দেখুন

বনধের দিন মেদিনীপুরে ডি এম অফিসের সামনে পুলিশ জেলা সম্পাদক অমল মাইতি সহ এস ইউ সি আই (সি) কর্মীদের গ্রেপ্তার করছে

রূপম পাঠকের ঘটনা নারীর নিরাপত্তাহীনতাকেই স্পষ্ট করল — এ আই এম এস এস

পাটনার স্কুল অধ্যক্ষ রূপম পাঠক কর্তৃক বিজেপি বিধায়ক রাজকিশোর কেশরীকে তাঁর নিজের বাড়িতে সর্বসমক্ষে ছুরির আঘাতে হত্যার ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের সর্বভারতীয় সভানেত্রী কমরেড ছায়া মুখার্জী ৬ জানুয়ারি নিম্নলিখিত একটি বিবৃতি দিয়েছেন।

রূপম পাঠক এই বিধায়কের বিরুদ্ধে আগেই যৌন নির্যাতন ও ধর্ষণের অভিযোগ এনেছিলেন। যদিও পরে তিনি সে অভিযোগ প্রত্যাহার করেন। তিনি স্বেচ্ছায় অভিযোগ প্রত্যাহার করেছিলেন, নাকি রাজকিশোর কেশরী নিজের ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে তাঁকে এ কাজে বাধ্য করেছিলেন — সে প্রশ্নের উত্তর এখনও মেলেনি। তা ছাড়া, বিপুল ক্ষমতাশালী এই বিধায়কের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার পরেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে রূপম পাঠকের নিরাপত্তার কোনওরকম ব্যবস্থা করা হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলি যে মহিলাদের নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষার বিষয়ে বিন্দুমাত্র ভাবিত নয়, এ ঘটনা থেকে নিঃসন্দেহে তা প্রমাণিত হল। প্রশাসনের দুর্নীতিগ্রস্ত চেহারা এবং সাধারণ মানুষের অসহায়তাও এ থেকে স্পষ্ট হল।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দাবি ঃ

১। কী কারণে রূপম পাঠককে এই মরিয়া পদক্ষেপ নিতে হল, সে বিষয়ে বিস্তারিত তদন্ত করতে হবে,

২। তদন্ত চলাকালীন রূপম পাঠকের জন্য যথাযথ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে,

৩। মহিলাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে অবিলম্বে সরকারকে ব্যবস্থা নিতে হবে।

বিহারে এ আই এম এস এস-এর পথ অবরোধ

পূর্ণিয়ার বিজেপি বিধায়ক রাজকিশোর কেশরীর হত্যার ঘটনার সাথে সাথেই তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে অল ইন্ডিয়া এম এস এস-এর বিহার রাজ্য সভানেত্রী কমরেড সন্ধ্যা মাহাতো এবং রাজ্য সম্পাদিকা কমরেড সাধনা মিশ্র ৫ জানুয়ারি বলেন যে, একদিকে মহিলাদের স্বাবলম্বী ও স্বাধীন করার কথা বলা হচ্ছে, অপরদিকে মহিলাদের ওপর যৌন নির্যাতন ও অত্যাচারের ঘটনা বেড়েই চলেছে। এই ন্যক্কারজনক ঘটনাবলীর সাথে শাসক দলগুলির নেতা-কর্মীদের যোগাযোগ ক্রমশ প্রকাশিত হচ্ছে। এই ধরনের অমানবিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে মহিলাদের সংগঠিতভাবে আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন। এই হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে স্কুল অধ্যক্ষ রূপম পাঠকের ভূমিকার নিরপেক্ষ তদন্ত ও তাঁর নিরাপত্তার দাবি জানিয়েছেন নেত্রীবৃন্দ। তাঁরা বলেছেন, রাজকিশোর কেশরীকে উন্নত চরিত্রের মানুষ বলে রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী সুশীলকুমার মোদী যে সার্টিফিকেট দিয়েছেন, তার ফলে বিচার প্রক্রিয়া প্রভাবিত হতে পারে। তাই নেত্রীবৃন্দ হাইকোর্টের কোনও অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে দিয়ে নিরপেক্ষ বিচারের দাবি জানিয়েছেন। পুলিশ হেপাজতে রূপম পাঠকের ওপর নির্যাতনেরও তাঁরা তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ৮ জানুয়ারি এ আই এম এস এস-এর নেতৃত্বে পাটনার ডাকবাংলো চকের ব্যস্ত রাস্তা অবরোধ করা হয়। ১ ঘণ্টা ধরে অবরোধ চলে।

এ আই এম এস এস-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকেও ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত ও মহিলাদের নিরাপত্তা রক্ষার দাবি জানানো হয়েছে।

মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের ফলতা শাখার সম্মেলন

মোটরভ্যানের লাইসেন্স প্রদান, পুলিশি হয়রানি বন্ধ সহ সাত দফা দাবিতে ২৬ ডিসেম্বর সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের ফলতা শাখার দ্বিতীয় সম্মেলন শ্রীরামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন ফলতা শাখা সম্পাদক কমরেড শাহাদ আলি লস্কর। বিভিন্ন মোটরভ্যান স্ট্যান্ড-এর ১২ জন প্রতিনিধি তাঁদের স্ট্যান্ডের সাংগঠনিক সমস্যা, পুলিশ ও প্রশাসনের আক্রমণ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। প্রতিনিধি সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় সমাজকর্মী নিখিল দাস। সম্পাদক কমরেড শাহাদ আলি লস্কর, সভাপতি শান্তি ঘোষ, সহসভাপতি কমরেডস গোপাল গুহ, চণ্ডী দত্ত, নিখিল দাস, কোষাধ্যক্ষ কমরেড বিপ্লব জানাকে নিয়ে ২১ জনের কমিটি গঠিত হয়। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সুজিত ভট্টশালী রাজ্যব্যাপী মোটরভ্যান চালকদের উপর পুলিশ-প্রশাসনের আক্রমণ ও তার বিরুদ্ধে প্রতিটি জেলায় মোটরভ্যান চালকদের গৌরবোজ্জ্বল প্রতিরোধ আন্দোলনের বিবরণ দিয়ে বলেন, আন্দোলনের মধ্য দিয়েই লাইসেন্স আদায় করতে হবে।

বিকাল ৪টায় সহরার হাট মোড়ে প্রকাশ্য সভা অনুষ্ঠিত হয়। মোটরভ্যান চালকরা মিছিল করে সভায় উপস্থিত হন। পাঁচ শতাধিক মানুষের উপস্থিতিতে সভার প্রধান বক্তা ছিলেন এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড শান্তি ঘোষ।

যাদবপুর রেলস্টেশন ম্যানেজারকে ডেপুটেশন

৭ জানুয়ারি যাদবপুর স্টেশন ম্যানেজারকে ডেপুটেশন দিল এস ইউ সি আই (সি)। দীর্ঘদিন ধরে যাত্রীস্বার্থে আন্দোলন চলছিল, তারই ধারাবাহিকতাতেই ঐ দিন — (১) স্টেশনে ট্রেন চলাচল সংক্রান্ত ঘোষণা অবিলম্বে চালু করা (২) ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মের টিকিট কাউন্টার সর্বক্ষণ খোলা রাখা (৩) স্টেশন চত্বর পরিষ্কার রাখা (৪) স্টেশনে অসামাজিক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করা (৫) স্টেশনে পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা সহ যাত্রীদের আরও কিছু দাবি নিয়ে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। যাদবপুর আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক কমরেড শ্যামল গুহ মজুমদারের নেতৃত্বে ৮ জনের প্রতিনিধিদল স্টেশন ম্যানেজারের সাথে দেখা করে ডেপুটেশন কপি পেশ করেন ও স্টেশন ম্যানেজার দাবিগুলির ন্যায্যতা স্বীকার করে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেন। এরপর প্রতিনিধিদল স্টেশনে জিআরপি-র সাথে দেখা করে ও স্টেশন চত্বরে অসামাজিক কাজ বন্ধ করার দাবিতে ওসি-র সাথে কথা বলে। ওসি অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেন।

পার্টিকর্মীর জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার কুলতলী থানার অন্তর্গত চুপড়িঝাড়া অঞ্চলের ভুবনখালি ৪নং গ্রামে এস ইউ সি আই (সি) দলের একনিষ্ঠ কর্মী কমরেড বাবুরাম সাঁপুই ২৩ ডিসেম্বর বেলা ১২টায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।

১৯৬৭ সালে এস ইউ সি আই (সি) দলের নেতৃত্বে সরকারি খাস জমি উদ্ধার, বাজারদরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি, শ্রমিকের কাজের সময় নির্ধারণ প্রভৃতি দাবিতে যে আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল, সেই আন্দোলনে কমরেড বাবুরাম সাঁপুই সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এরপর তিনি তেভাগা আন্দোলনের প্রবাদপ্রতিম নেতা কমরেড ধীরেন ভাণ্ডারীর সংস্পর্শে এসে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হন এবং পরিবারের সবাইকে দলের সঙ্গে যুক্ত করেন। সেই থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এলাকায় দলের সংগঠন গড়ে তোলার কাজে নিয়ত যুক্ত ছিলেন। মৃত্যুসংবাদ পেয়ে এলাকার কর্মী-সমর্থকরা তাঁর বাড়িতে গিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং তাঁকে শেষ বিদায় জানান।

কমরেড বাবুরাম সাঁপুই লাল সেলাম

পার্টিকর্মীর জীবনাবসান

কলকাতার উল্টোডাঙা-বেলেঘাটা আঞ্চলিক কমিটির প্রবীণতম কর্মী কমরেড সোমনাথ পাল দীর্ঘ রোগভোগের পর ১ জানুয়ারি, মানিকতলা ই এস আই হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর।

কমরেড সোমনাথ পাল ছিলেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) গড়ে ওঠার প্রথম যুগের কর্মী। দলের যখন কোনও পরিচিতি নেই, কোনও নামকরা নেতা নেই, অবিভক্ত সি পিআই যখন সমস্ত আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও বিরাট শক্তি নিয়ে অবস্থান করছে, সেরকম একটা কঠিন সময়ে পঞ্চাশের দশকের শেষভাগে উল্টোডাঙা এলাকার সেই সময়ের সংগঠক ও নেতা প্রয়াত কমরেড বাদল পালের মাধ্যমে তিনি এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী চিন্তানায়ক সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে এসে দলের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন এবং তারপর থেকে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দলের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাসে অবিচল থেকে এক অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন।

একজন সাধারণ কর্মী হিসাবে তিনি যেমন '৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলন থেকে শুরু করে পরবর্তী সময়ের প্রতিটি আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন, তেমনি এলাকায় সংগঠন বিস্তারে ক্লাব-লাইব্রেরি-কোচিং-স্কুল গঠন এবং নানা স্থানীয় সমস্যা নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলতে কমরেড বাদল পালের প্রতিটি উদ্যোগে পাশে থেকে সাহায্য করেছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন একজন হোসিয়ারি শ্রমিক। হোসিয়ারি শ্রমিকদের নানা সমস্যা নিয়েও তিনি সর্বদা সক্রিয় ছিলেন এবং নানা আন্দোলনে নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর আপসহীন সংগ্রামী ভূমিকার জন্য হোসিয়ারি শ্রমিকদের কাছে তিনি শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠেছিলেন।

শেষদিকে শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি সবসময় দলের কাজে অংশ নিতে না পারলেও দলের বিভিন্ন কাজ ও আন্দোলনের সংবাদ নিয়মিত রাখতেন এবং কমরেডদের উৎসাহ জোগাতেন।

মৃত্যুসংবাদ পেয়ে দলের কলকাতা জেলা কমিটির সদস্য এবং উল্টোডাঙা-বেলেঘাটা আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক কমরেড অজয় চক্রবর্তী সহ দলের অন্যান্য সংগঠক ও কর্মীরা এবং বহু স্থানীয় মানুষ তাঁর বাড়ি গিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তাঁর মৃত্যুতে দল একজন পুরনো দিনের কর্মীকে হারাল।

কমরেড সোমনাথ পাল লাল সেলাম

গাদিয়াড়ায় নারীপাচার ও দেহব্যবসা বিরোধী আন্দোলনে এ আই এম এস এস

হাওড়ার শ্যামপুরের গাদিয়াড়ায় পর্যটন কেন্দ্র এলাকার লজগুলি বেশ কিছুদিন ধরে নারীপাচার ও নারীদেহ ব্যবসার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। শান্ত গ্রামীণ এই এলাকায় অসামাজিক কার্যকলাপ বেড়ে যাওয়ায় স্থানীয় মানুষ ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের প্রতিবাদ সত্ত্বেও প্রশাসন নির্বিকার। বাধা দেওয়ার বদলে পুলিশ এসব কার্যকলাপের পৃষ্ঠপোষকতা করছে। অতি সম্প্রতি টিটাগড় ও খড়দহের দুই ছাত্রীকে অপহরণ করে এনে গাদিয়াড়ার একটি লজে দৈহিক নির্যাতন চালিয়ে তাদের দেহ ব্যবসায় লাগানোর চেষ্টা করে কিছু দুষ্কৃতী। কিন্তু সেই দুই ছাত্রীর তৎপরতায় এবং তাদের অভিভাবকদের চেষ্টায় গাদিয়াড়া গ্রামের কয়েকজন সাহসী মহিলা ঐ লজ থেকে দুই ছাত্রীকে উদ্ধার করেন। গ্রামবাসীদের চাপে মালিক ও তার দুই কর্মচারীকে গ্রেফতার করতে পুলিশ বাধ্য হয়।

অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে ২৭ ডিসেম্বর বিডিও এবং ওসি-কে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। নেতৃত্ব দেন সংগঠনের জেলা সম্পাদিকা কমরেড পুতুল চৌধুরী। নারীপাচার ও দেহব্যবসা বন্ধ করা, লজগুলির লাইসেন্স বাতিল করা এবং ধৃত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়। ঐ দিনই এ আই এম এস এস, এ আই ডি এস ও এবং এ আই ডি ওয়াই ও-র উদ্যোগে শ্যামপুর-গাদিয়াড়া মোড়ে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এলাকায় প্রতিরোধ কমিটি গঠন করে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান এ আই এম এস এস-এর শ্যামপুর কমিটির সম্পাদিকা কমরেড জ্যোতিময়ী মণ্ডল।

কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা জীবনে প্রয়োগ করাই হোক আমাদের জীবনের শর্ত

বিশেষ পার্টি কংগ্রেসে কমরেড প্রভাস ঘোষ

(২৪-২৫ নভেম্বর,২০১০ কলকাতার মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত পার্টির বিশেষ কংগ্রেসের শেষ অধিবেশনে ২৫ নভেম্বর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ সমাপ্তি ভাষণ দেন। মূল ইংরেজি থেকে তার অনুবাদ প্রকাশ করা হল। অনুবাদজনিত ত্রুটি-বিচ্যুতির দায়িত্ব আমাদের — সম্পাদকমণ্ডলী, গণদাবী)

কমরেডস,

আমরা সকলেই জানি, কী মহৎ বৈপ্লবিক লক্ষ্য এবং বিপ্লবী আদর্শ ও ভারত সহ গোটা বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের প্রতি সুদৃঢ় দায়বদ্ধতা থেকে কীভাবে এক অটল সংকল্প নিয়ে, অত্যন্ত কঠিন, কষ্টসাধ্য ও জটিল সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমাদের মহান নেতা, শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক, এ যুগের অন্যতম বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ ১৯৪৮ সালে এই দলটি গঠন করেছিলেন এবং এই দল গঠনের প্রক্রিয়ায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে বিশেষীকৃত, সম্প্রসারিত, সমৃদ্ধ এবং আরও উন্নত করেছিলেন। ১৯৭৬ সালে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি এই দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন, দলের বিকাশ ঘটিয়েছেন এবং গাইড করেছেন। কমরেড শিবদাস ঘোষের মৃত্যুর পর তাঁর ঘনিষ্ঠতম সহযোদ্ধা এবং আমৃত্যু বিপ্লবী কমরেড নীহার মুখার্জী দলকে নেতৃত্ব দানের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন এবং তাঁর নেতৃত্বে দল আরও শক্তিশালী হয়। আমরা এও জানি যে, মানব সভ্যতার এই সংকটময় মুহূর্তে ইতিহাস আমাদের দলের উপর এক বিরাট দায়িত্ব অর্পণ করেছে।

আমার উপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, আমি জানি, তা কোনও ব্যক্তিগত দায়িত্ব নয়, যৌথ দায়িত্ব। পলিটব্যুরো ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের, এই হলের ভিতরে উপস্থিত ও বাইরের সকল কমরেডদের এবং দেশের শ্রেণী সচেতন সর্বহারাদের কালেকটিভ গাইডেন্স, পরামর্শ ও সহযোগিতার ভিত্তিতেই এই দায়িত্ব আমাকে পালন করতে হবে। আপনাদের নিশ্চিত আশ্বাস দিতে পারি, এই গুরুদায়িত্ব পালনের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জনের জন্য আপনাদের গাইডেন্স ও সহযোগিতা নিয়ে আমি সংগ্রাম চালিয়ে যাব, তাকে আরও তীব্র ও উন্নত করব।

কমরেডস, আমরা সকলেই দেখছি, বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ আজ মুমূর্ষু দশায় পৌঁছেছে। বস্তুত, পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ এখন গভীর থেকে গভীরতর, ব্যাপকতর ও স্থায়ী সংকটের কবলে পড়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছে। এই সংকট কাটিয়ে উঠতে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীরা যে সব ব্যবস্থাই নিক না কেন, সেগুলো তাদের অধিকতর সংকটেই ফেলছে। পুঁজিবাদ যখন থেকে মুমূর্ষু দশায় তথা সাম্রাজ্যবাদী অবস্থায় পৌঁছেছে সংকট থেকে বাঁচতে, তখন থেকেই উপনিবেশবাদ, নয়া উপনিবেশবাদ, দু-দুটি বিশ্বযুদ্ধ, অসংখ্য আঞ্চলিক ও স্থানীয় যুদ্ধ, অর্থনীতির সামরিকীকরণ, ব্যবসা-বাণিজ্যে সংরক্ষণ, তথাকথিত মুক্ত বাণিজ্য ও বিশ্বায়ন, ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে আউটসোর্সিং, ডাম্পিং, মুদ্রার বিনিময় মূল্য নিয়ে নানা কারসাজি ইত্যাদি পথ একের পর এক নিয়েছে, কিন্তু কোনওটাই পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের অনিরসনীয় দ্বন্দ্ব (ইররিকনসিলেবল কনট্রাডিকসন) এবং সংকট দূর করতে পারেনি। বিশ্বপুঁজিবাদ এখন ডুবন্ত মানুষের মতোই যে কোনও খড়কুটো আঁকড়ে ধরে বাঁচার সংগ্রাম চালাচ্ছে। বর্তমান সময়ে সংকট এতটাই সর্বব্যাপক যে, অ্যাডাম স্মিথ, রিকার্ডো, কেইনস থেকে শুরু করে বর্তমান যুগের বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের একত্রিত করে যদি সমাধানের উপায় খোঁজা হয়, তাঁরাও ব্যর্থ হতে বাধ্য হবেন।

বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের শিরোমণি আমেরিকার কথাই ধরুন। গত ৩ বছরে ১ কোটি শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছে আমেরিকায়, সাড়ে ৪ কোটি মানুষ সেখানে অনাহারে দিন কাটাচ্ছেন। তাও এ হল সরকারি হিসাব। আমেরিকার ডলার সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ছে, একমেরু বিশ্বের স্বঘোষিত এই প্রভুর পা এখন টলমল করছে। ইউরোপেরও একই অবস্থা। ইউরোপের বেশির ভাগ সরকারই আজ বিপুল ঋণের সংকটে ভুগছে। বিশ্বপুঁজিবাদের এই সংকট সমাধানের পথ খুঁজতে সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী নেতাদের প্রায়ই শলাপরামর্শ করতে দেখা যায়। ক্যামেরার সামনে তাঁরা হাসিমুখে একে অপরের করমর্দন করেন, কিন্তু প্রত্যেকেরই জামার হাতায় লুকনো আছে গোপন ছুরি, সুযোগ পেলেই যা মারবেন অন্যের পিঠে। প্রত্যেকেই এরা একে অপরের বাজারে ভাগ বসাবার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। এটাই চলছে। বাজারের মন্দা কোনওমতেই কাটছে না। মাঝেমধ্যে শাসকশ্রেণী যেন নিজেদের সান্ত্বনা দিতেই ঘোষণা করে, মন্দা কেটে যাচ্ছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই অর্থনীতির বাস্তব চেহারার মুখোমুখি হয়ে তারা স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, এ হল ভঙ্গুর পুনরুদ্ধার (ফ্রেজাইল রিকভারি), রক্তশূন্য স্বাস্থ্যোদ্ধার (অ্যানিমিক রিকভারি)। মৃত্যু পথযাত্রী রোগীকে ভেন্টিলেশনের সাহায্যে যেভাবে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা হয়, সেভাবেই অর্থনীতিকে বাঁচানোর চেষ্টায় তারা যে স্টিমুলাস প্যাকেজ দিচ্ছে, সেটা প্রত্যাহার করতে তারা সাহস করছে না। ফলে গোটা বিশ্ব জুড়ে পুঁজিবাদ আজ মৃত্যুশয্যায় হাঁসফাঁস করছে। কিন্তু আমরা জানি, এই ব্যবস্থার আপনা-আপনি মৃত্যু হবে না। প্রকৃতিজগতে প্রাকৃতিক নিয়মগুলি কাজ করে বাধাহীনভাবে (আনহিন্ডারড) এবং সেই অনুযায়ী প্রকৃতিতে পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু মানব সমাজের বিকাশের নিয়মগুলি অন্যরকমভাবে কাজ করে, সেখানে মানুষের সচেতন ভূমিকার দিক আছে। এই সচেতনতা কখনও সমাজবিকাশকে ত্বরান্বিত করে, কখনও বাধা দেয়। উৎপাদন শক্তি (প্রোডাকটিভ ফোর্সেস) যখন বিকশিত হওয়ার চেষ্টা করে, বিদ্যমান উৎপাদন-সম্পর্ক (প্রোডাকসন রিলেশন) তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তখন প্রয়োজন হয় উৎপাদন-সম্পর্ককে পরিবর্তিত করার। অবজেকটিভ প্রয়োজন দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে মানব চেতনায় রূপান্তরিত (ট্রানস্লেটেড) হয়, অর্থাৎ প্রয়োজনের জগতের (রিয়েলম অফ নেসেসিটি) উত্তরণ ঘটে স্বাধীনতার জগতে (রিয়েলম অফ ফ্রিডম)। উৎপাদন সম্পর্ক কখন পরিবর্তিত হবে তা নির্ভর করে, উৎপাদন শক্তি— বিশেষভাবে উৎপাদনের প্রধান শক্তি মানুষ তথা শ্রমজীবী জনতার ভূমিকার উপর। তারা যদি সচেতন না হয়, যদি আদর্শগত ও সাংগঠনিকভাবে প্রস্তুত না হয়, পুঁজিবাদ আপনা থেকে ধ্বংস হবে না, বরং তা একের পর এক সংকটের জন্ম দেবে এবং জনসাধারণের জীবনে অবর্ণনীয় দুর্দশা ডেকে আনবে। এর ফলে শুধু যে বেকারি বাড়ছে, ছাঁটাই, মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যবৃদ্ধির ঘটছে তা নয়, জনসাধারণের কাছ থেকে আদায় করা সরকারি কোষাগারের টাকায় সরকারগুলি বৃহৎ পুঁজিপতিদের আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে, সেই টাকা তুলতে আবার জনগণের উপর কর চাপাচ্ছে, মজুরি হ্রাস করছে, জনকল্যাণমূলক খাতে বাজেট বরাদ্দ কমিয়ে দিচ্ছে।

আপনারা দেখেছেন, পুঁজিবাদের বর্তমান সংকট আমেরিকা, ইউরোপ সহ অন্যান্য দেশে কীভাবে জনবিক্ষোভের জন্ম দিচ্ছে। ফ্রান্স, স্পেন, গ্রিস, ব্রিটেন ও অন্যান্য দেশে স্বতঃস্ফূর্ত শ্রমিক আন্দোলনের যে ঢেউ আসছে, ধর্মঘট হচ্ছে — এটা এক কথায় অভূতপূর্ব। এরকম অবস্থায় অগ্রগামী বাহিনী (ভ্যানগার্ড) বা নেতৃত্বের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বহুদিন আগেই মহান লেনিন দেখিয়েছেন যে, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন আপনা থেকে বিপ্লবী আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়ে যায় না। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন কেবল ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত চেতনার জন্ম দেয়, বিপ্লবী রাজনৈতিক চেতনা বাইরে থেকে নিয়ে যেতে হয় (কামস্ ফ্রম উইদাউট)। এটাই ভ্যানগার্ডের দায়িত্ব। এটাই একটি প্রকৃত মার্কসবাদী পার্টির কাজ।

২৫ নভেম্বর মহাজাতি সদনে বক্তব্য রাখছেন কমরেড প্রভাস ঘোষ। মঞ্চে পলিটব্যুরো ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যবৃন্দ।

কিন্তু আমরা জানি, বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলন আজ এক কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। অতীতে, ১৮৪৮ সালে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো ঘোষিত হওয়ার সময় থেকেই বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন বহু গুরুতর সমস্যা ও ঘাত প্রতিঘাতের সম্মুখীন হয়েছে। বাকুনিনের নেতৃত্বে নৈরাজ্যবাদীদের নাশকতামূলক কার্যকলাপের জন্য মহান মার্কসকে প্রথম কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক ভেঙে দিতে হয়েছিল। সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে দ্বিতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক থেকে মহান লেনিনকে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হয়েছিল। আমরা জানি, রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করার মধ্য দিয়ে মানবজাতির ইতিহাসে সর্বপ্রথম শ্রেণীশোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার পর লেনিন কীভাবে তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আমরা এও জানি, মহান স্ট্যালিন অটল পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে কীভাবে সোভিয়েট ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করেছেন, বিকাশ ঘটিয়েছেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কীভাবে তিনি ফ্যাসিবাদী শক্তিকে পরাস্ত করেছেন, তাঁর নেতৃত্বে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন কীভাবে গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে এবং উপনিবেশগুলির সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম গতিবেগ পেয়েছে। অপর এক মহান কমিউনিস্ট নেতা কমরেড মাও সে-তুং-ও এক দীর্ঘ এবং কষ্টকর জটিল সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কীভাবে চীনবিপ্লব সফল করেছিলেন, তাও আমরা জানি। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হল, ১৯৫০-এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যে আধুনিক শোধনবাদ মাথাচাড়া দেয় এবং পরিণতিতে পূর্ব ইউরোপ, রাশিয়া ও চীনে প্রতিবিপ্লব ঘটে যায়। ফলস্বরূপ বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে নানা বিভ্রান্তি, হতাশা, বিভাজন এবং ছত্রভঙ্গ অবস্থার সৃষ্টি হয়। এই ঘটনায় আমরা গভীর দুঃখ পেয়েছি এটা ঠিক, কিন্তু কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা ও শিক্ষায় শক্তিশালী থাকায় কোনও বিভ্রান্তি বা হতাশার শিকার হইনি। সুদূর ১৯৪৮ সালেই কমরেড শিবদাস ঘোষ কমিউনিস্ট আন্দোলনে এই বিপর্যয়ের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন এবং তা মোকাবিলা করতে পারার জন্য মানসিকভাবে আমাদের প্রস্তুত করেছিলেন। ফলে আমরা বলিষ্ঠতার সঙ্গে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়েছি, কমিউনিস্ট আন্দোলনের এই প্রতিকূলতার মধ্যেও আমাদের দলের অগ্রগতি ঘটেছে এবং এখনও ঘটছে।

এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা দরকার, মানব সভ্যতার বিকাশের ইতিহাসে প্রতিটি নতুন আদর্শ, প্রতিটি আন্দোলনকে চূড়ান্ত বিজয়ে পৌঁছনোর আগে বহুবার পরাজয়ের পর পরাজয়, আবার জয়, পুনরায় পরাজয় — এ সব স্তর অতিক্রম করতে হয়। একবার তা বিজয়ের দিকে খানিকটা এগিয়েছে, আবার পরাজয়ের ধাক্কায় পিছিয়ে এসেছে। এমনকী, ধর্মীয় আদর্শ, যার প্রবক্তাদের ধর্মবিশ্বাসীরা ঈশ্বরপ্রেরিত দূত গণ্য করতেন, সেই ধর্মীয় আদর্শকেও একই জিনিসের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা আপনারা যদি বিচার করেন তাহলে দেখবেন, রেনেসাঁসের সময় থেকে শুরু হয়ে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করতে তার তিনশো বছরেরও বেশি সময় লেগেছিল। দাসপ্রথা থেকে শুরু করে পুঁজিবাদ পর্যন্ত সকল সমাজ পরিবর্তনই ছিল শুধুমাত্র এক ধরনের শোষণের পরিবর্তে আর এক ধরনের শোষণের প্রবর্তন। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্য ছিল মানুষের উপর মানুষের শোষণেরই অবসান ঘটানো এবং হাজার হাজার বছর ধরে টিকে থাকা সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার বিলোপ। বিংশ শতাব্দীতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা যে ৮০টি বছর নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল, ঐ সময়ের মধ্যে তাকে হাজার বছরের শোষণমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছিল। সমাজতন্ত্রের এই বিপর্যয় কিছু অবোধ্য বা অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। কিন্তু আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, সমাজ পরিবর্তনের অমোঘ নিয়মেই সমাজতন্ত্র এসেছিল। শেষ পর্যন্ত এর পরিপূর্ণ বিজয়ও কেউ রোধ করতে পারবে না। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার সঠিক উপলব্ধির ভিত্তিতে সমাজতন্ত্রের সাম্প্রতিক বিপর্যয় থেকে শিক্ষা নিয়ে, বর্তমান সংকট কাটিয়ে উঠে আবার সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ও বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনকে শক্তিশালীভাবে গড়ে তোলার সংগ্রাম এক অপ্রতিরোধ্য জোয়ার হিসাবে আসবেই। আমাদের দেশে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলা এবং অন্যান্য দেশের বিপ্লবী সংগ্রামকেও সাহায্য ও শক্তিশালী করা আমাদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব। কীভাবে এ দায়িত্ব আমরা পালন করতে পারি? আমি এ সম্পর্কে কোনও গাইডলাইন দিচ্ছি না। গাইডলাইন যা দেওয়ার, তা আমাদের মহান শিক্ষক কমরেড শিবদাস ঘোষই দিয়ে গেছেন। কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাগুলি যেভাবে আমি বুঝেছি, তা থেকে শুধু কয়েকটি কথা আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দেব। এবং আমাদের তরফে যে ত্রুটিগুলি ঘটছে, সেগুলিও কিছু কিছু আমি উল্লেখ করব। যদিও সময় খুব কম থাকার কারণে বিস্তৃত ব্যাখ্যায় যেতে পারব না।

আমাদের যৌবনে, ১৯৫০-এর দশকের

চারের পাতায় দেখুন

বাইরের শত্রুকে চেনা সহজ, আমাদের ভিতরের শত্রুকে খুঁজে বের করা কঠিন

তিনের পাতার পর

মাঝামাঝি সময়ে যখন আমরা বিপ্লবী কর্মকাণ্ড শুরু করি, তখন বিশ্ব জুড়ে মার্কসবাদ অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। কমিউনিস্ট আদর্শের প্রতি জনসমর্থনের জোয়ার আমাদের টেনে এনেছিল। কিন্তু আজ ভাববাদ, অতীন্দ্রিয়বাদ, কূটতর্কবিদ্যা (সফিজম) ইত্যাদি দর্শনের আক্রমণের লক্ষ্য হল মার্কসবাদ এবং আমাদের সময়ের তুলনায় এই আক্রমণ আজ আরও তীব্র হচ্ছে। কমিউনিস্ট হিসাবে এই সমস্ত ভাবধারার আক্রমণকে আমাদের পরাস্ত করতে হবে। এ কাজে আমাদের তীক্ষ্ণতর হাতিয়ার হল কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা। তাই কমরেডদের মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা যথার্থভাবে আয়ত্ত করতে হবে। কমরেড শিবদাস ঘোষ বার বার আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের ভাণ্ডারে যত শক্তিশালী অস্ত্রই থাক, মার্কসবাদ সেই সমস্ত অস্ত্রের চেয়ে বেশি শক্তিশালী। মার্কসবাদ আমাদের বুঝতে হবে, আয়ত্ত করতে হবে। মার্কসবাদ জানা মানে নিছক কিছু বই পড়া এবং টেক্সট থেকে কোটেশন আওড়ানো নয়। ডায়ালেকটিকসের মূল তিন নীতি, দ্বন্দ্বতত্ত্ব ইত্যাদি শুধু বই পড়ে জানলেই হবে না। কমরেড শিবদাস ঘোষ স্পষ্টভাবে বলেছেন, মার্কস ও লেনিনের শিক্ষা ও সিদ্ধান্তগুলো থেকে মর্মবস্তু অর্থাৎ মার্কসবাদী বিচারপদ্ধতি তিনি বুঝে নিয়েছেন, একটি বিশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁরা যে ব্যাখ্যা বা সিদ্ধান্ত করেছেন, নিছক সেগুলো শুধু নয়। একটি বিশেষ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করার বা কোনও বিশেষ ঘটনা বিচার করার ক্ষেত্রে যে মার্কসবাদী পদ্ধতি, দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি, যে বিশেষ চিন্তাপ্রক্রিয়ার দরকার সেটা তিনি আয়ত্ত করেছেন। বই পড়ে আমরা মার্কসবাদের মূল নীতিগুলি বুঝি বিমূর্তভাবে (অ্যাবস্ট্রাকশনে)। এই অর্জিত তত্ত্বগত জ্ঞান বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করে একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে মার্কসবাদী নিয়মগুলি কী বিশেষ প্রক্রিয়ায়, কোন বিশেষ রূপে বাস্তব জগতের ঘটনাবলীর মধ্যে ক্রিয়া করে, সেটা শিখতে হয়। এ জিনিস আয়ত্ত করতে না পারলে, একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে দ্বন্দ্বের নিয়মাবলী কীভাবে কাজ করে তা বোঝা যাবে না এবং সঠিকভাবে পরিস্থিতির মোকাবিলা করাও যাবে না। বিশ্বের প্রতিটি জিনিস একটি নিয়ম নিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়ায় নিরন্তর গতি ও পরিবর্তনের মধ্যে রয়েছে। একটি বিশেষ ঘটনায় সাধারণ নিয়মগুলি, অর্থাৎ দ্বন্দ্বতত্ত্বের তিন মূল নীতি কীরূপে কাজ করে, তার অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্ব কী, এরা কেমন করে একে অপরকে প্রভাবিত করে, দ্বন্দ্বের চরিত্র মিলনাত্মক নাকি বিরোধাত্মক, মূল দ্বন্দ্ব (প্রিন্সিপাল কন্ট্রাডিকশন) কী, আবার মূল দ্বন্দ্বের কোনটা প্রধান (প্রিন্সিপাল অ্যাসপেক্ট)— এ সব শুধু বই পড়ে বোঝা যায় না। নিরবচ্ছিন্ন ও নিরন্তর সংগ্রাম চালানোর মধ্য দিয়েই বাস্তব জীবন থেকে শিখতে হয়। কমরেড শিবদাস ঘোষ একথাও বলে গেছেন যে, উন্নত সর্বহারা সংস্কৃতি আয়ত্ত করতে না পারলে আমরা মার্কসবাদ আয়ত্ত করতে পারব না। সংস্কৃতির উচ্চ মান অর্জন না করতে পারলে আমরা তত্ত্ব ও প্রয়োগকে দ্বান্দ্বিকভাবে সংযোজিত করতে পারব না। ফলে সর্বহারা সংস্কৃতির উচ্চ মান অর্জন অতীব প্রয়োজনীয়। বিষয়টিকে আরও ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছেন, আমরা প্রথমে মানবতাবাদী মূল্যবোধের ভিত্তিতে বিপ্লবী রাজনীতিতে এসেছি। পশ্চিমী দেশগুলোর বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সম্পূর্ণভাবে ও আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আপেক্ষিকভাবে মানবতাবাদী মূল্যবোধ প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু মুমূর্ষু পুঁজিবাদ আজ আর এই মূল্যবোধগুলি লালন করে না, বরং ধ্বংস করছে। সর্বহারা মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি আকাশ থেকে পড়ে না, মানবতাবাদী মূল্যবোধের ধারাবাহিকতায় ও তার সাথে ছেদ ঘটিয়েই সর্বহারা মূল্যবোধের জন্ম। কিন্তু পুঁজিবাদ আজ মানুষকে মনুষ্যত্বহীন ক্লীবে পরিণত করতে সমস্ত রুচি ও নীতি-নৈতিকতাকে ধ্বংস করেছে। মানবতাবাদী মূল্যবোধের অবশেষটুকুও আজ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তার মর্মান্তিক ছবি আমরা সামাজিক ও রাজনৈতিক আচার-আচরণে দেখছি, এমনকী পরিবার ও ব্যক্তিগত জীবনকেও তা কলুষিত করছে। কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, মানবতাবাদী মূল্যবোধের উঁচু মানটির সঙ্গে আমরা যোগসূত্র হারিয়ে ফেলেছি। ফলে আমরা ছিন্নমূল হয়ে পড়েছি। মানবতাবাদী মূল্যবোধগুলো আয়ত্ত এবং সেই প্রক্রিয়ায় নিঃশেষিত করেই, ধারাবাহিকতায় এবং আবশ্যিক ছেদ ঘটিয়ে যুগের পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা উন্নততর সর্বহারা সংস্কৃতি আয়ত্ত করতে পারি। এই কারণেই নবজাগরণের যুগের মনীষী এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী ও স্বাধীনতা যুদ্ধের শহিদদের জীবন ও শিক্ষাগুলিকে বারবার পড়া ও তা থেকে শিক্ষা নেওয়ার উপর তিনি এত জোর দিয়েছিলেন। প্রথমে আমাদের মানবতাবাদী মূল্যবোধ নিয়েই শুরু করতে হবে। কিন্তু বিপ্লবী সংগ্রামে এগিয়ে যেতে মানবতাবাদী মূল্যবোধ আমাদের খুব বেশি দূর সাহায্য করবে না। স্বাধীনতা আন্দোলন তথা এদেশের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের আহ্বান ছিল —'বিপ্লবের বা দেশের স্বার্থ আগে, ব্যক্তিস্বার্থ পরে'; কিন্তু আজকের দিনে শুধু এই দিয়ে আমাদের একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরে চলবে না। বিপ্লবী শ্রেণীসংগ্রাম ও গণআন্দোলনগুলো তীব্রতর হওয়ার কারণে এমন পরিস্থিতি দেখা দেয়, যখন একজন বিপ্লবীকে এমনকী ব্যক্তিস্বার্থ থেকেও নিজেকে মুক্ত করতে হয়। সর্বহারা বিপ্লব, সর্বহারা শ্রেণী ও পার্টির সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্ম হতে হলে আমাদের শুধু ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে মুক্ত হতে হবে তাই নয়, ব্যক্তিসম্পত্তিজাত মানসিক জটিলতা (প্রাইভেট প্রপার্টি মেন্টাল কমপ্লেক্স) থেকেও মুক্ত হতে হবে। এ এক কঠিন সংগ্রাম। কিন্তু আজকের দিনে এই সংগ্রাম না করে কেউই মার্কসবাদী বিজ্ঞান সঠিক ভাবে বুঝতে পারবে না। এটা এক গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রাম। আমাদের দলে এমন অনেক সৎ কমরেড আছেন যাঁদের সামান্য হলেও ব্যক্তিগত সম্পত্তি রয়েছে। আবার বেশ কিছু কমরেড রয়েছেন যাঁরা ব্যক্তিগত সম্পত্তি ত্যাগ করতে পেরেছেন এবং পারবেন, কিন্তু স্নেহ-ভালবাসা, পছন্দ-অপছন্দ কিংবা সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যক্তিসম্পত্তিজাত মানসিক জটিলতা থেকে তাঁরা মুক্ত নন। এই বিষয়গুলোকে ঘিরে সম্পত্তিবোধ খুব সূক্ষ্মভাবে আমাদের মধ্যে কাজ করে। সেটাই সবচেয়ে বড় বিপদ। আমরা কমরেড শিবদাস ঘোষের বই পড়ি, কমিউনিস্ট আচরণবিধি নিয়ে তাঁর বিখ্যাত রচনা পড়ি, কিন্তু আমরা কয়জন সমালোচককে শিক্ষক বলে গণ্য করতে প্রস্তুত আছি? আমাদের মধ্যে কয়জন কমরেডদের ত্রুটি দেখার আগে তাদের গুণগুলো দেখতে পারি? কয়জন আমরা প্রস্তুত আছি অন্যদের সম্পর্কে ব্যক্তিগত ধারণা গড়ে তোলার অভ্যাস ত্যাগ করতে? আমাদের মধ্যে কয়জন আছেন, যাঁরা বয়সে ছোট কমরেডদের থেকে, জনগণের থেকে শিখতে রাজি আছি? অনেক কমরেড পরিবার-পরিজন সমেত পার্টিতে যোগ দিচ্ছেন। এটা ভাল। কেবল পার্টি-পরিবারেরই সদস্য হতে পারার সংগ্রামটাই এঁদের করা উচিত, কারণ পার্টি-পরিবারের মধ্যে আলাদা কোনও পরিবারের অস্তিত্ব থাকা উচিত নয়। কিন্তু পার্টির মধ্যে থাকা সত্ত্বেও কমরেডরা কোনও কোনও বিষয়ে পরিবার সম্পর্কে ব্যক্তিগত অ্যাপ্রোচ নিয়ে চলেন। কিছু কমরেড আছেন যাঁরা নামডাক, যশ বা পদ পাওয়ার জন্য লালায়িত। এই আকাঙ্ক্ষা খুব সূক্ষ্মভাবে কাজ করে। আবার আমরা তোষামোদ পছন্দ করি, তারিফ পছন্দ করি, কিন্তু সমালোচনা শুনতে চাই না। আমরা নিজেদের জাহির করি, অহং-এর শিকার হয়ে যাই।

এস ইউ সি আই (সি)-র বিশেষ কংগ্রেস

এই সমস্ত সমস্যা আমাদের রয়েছে। যদিও এ কথার দ্বারা আমি বলছি না যে, সমস্ত কমরেডরাই এইরকম আচরণ করছেন। বহু ভাল কমরেড আছেন যাঁরা সংগ্রাম করছেন, তাঁদের চমৎকার অগ্রগতি ঘটছে। রুচি-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তাঁরা ক্রমাগত উচ্চ মান প্রতিফলিত করছেন।

কমরেডস, ভুলে যাবেন না, আমাদের ঘিরে রয়েছে পচা-গলা পুঁজিবাদ। অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি সমস্ত দিক দিয়েই এই পুঁজিবাদ আমাদের কলুষিত করার চেষ্টা করছে। ফলে সবসময় আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। এই সমাজ থেকে পুঁজিবাদের জীবাণু রক্তে বহন করেই আমরা পার্টিতে যুক্ত হই। বাইরের শত্রুকে চেনা অনেক সোজা, আমাদের ভিতরের শত্রুকে খুঁজে বের করাই হল কঠিন কাজ। এই শত্রুকে যতক্ষণ চিহ্নিত না করতে পারছি, নিশ্চিহ্ন করতে না পারছি, ততক্ষণ বিপদের কারণ থাকবে। এই সংগ্রাম আবার চালিয়ে যেতে হয় মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত, কারণ, যতদিন পর্যন্ত এই জীবাণু জন্মানোর আঁতুড়ঘর টিকে থাকবে, ততদিনই নানা চেহারায়, সূক্ষ্মভাবে এমনকী আমাদের অজান্তেও আক্রমণ আসতে থাকবে। আমরা ভুলতে পারি না যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীনে কমিউনিস্ট পার্টির অধঃপতন শুরু হয়েছিল নেতৃত্বের স্তর থেকেই। স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর সি পি এস ইউ-র খোদ কেন্দ্রীয় কমিটিতেই পচন আরম্ভ হয়েছিল। মাও-এর অনুপস্থিতিতে চীনেও একই ঘটনা ঘটেছিল। এই কারণেই কমরেড নীহার মুখার্জী কমরেডদের, এমনকী বিভিন্ন সভা-সমাবেশে জনসাধারণকেও বার বার বলতেন, 'আমার কোনও ত্রুটি চোখে পড়লেই আপনারা সমালোচনা করুন'। নেতৃত্বকে রক্ষা করাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। মার্কসবাদের উন্নত উপলব্ধি ও সর্বহারা সংস্কৃতির উচ্চ মান অর্জন করতে না পারলে খুঁটিয়ে বিচার করতে পারার ক্ষমতা গড়ে উঠতে পারে না। কমরেড স্ট্যালিন বলেছেন, পার্টির প্রধান কাজ হল আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা করা, এ কাজে গাফিলতি হলে পার্টি ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অপূরণীয় ক্ষতি হবে। আত্মসন্তুষ্টির মনোভাব থেকে সোভিয়েট পার্টির নেতৃত্ব ও কর্মীরা এ বিষয়ে গুরুত্ব দেননি এবং তার কী সর্বনাশা পরিণাম হয়েছে, তা আমরা সকলে জানি। আমাদের বেশিরভাগ সাংগঠনিক বডিগুলোও আদর্শগত সংগ্রামকে অবহেলা করে। আমিও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক থাকাকালে এ বিষয়টিকে অবহেলা করেছি। আজ আমি সেটা বুঝতে পারছি। আমরা নানা আন্দোলন ও প্রোগ্রাম নিয়েই বেশি ভাবি। আন্দোলনের প্রয়োজন আছে ঠিকই। কিন্তু এ দুটোকে কীভাবে মেলানো যায়, সেটা আমাদের শিখতে হবে। প্রতিদিনের কাজকর্ম ও আন্দোলন চালানোর সঙ্গে সঙ্গে পড়াশুনা, জ্ঞান অর্জন এবং নিজেদের মধ্যে মত বিনিময় করার জন্য কমরেডদের অবশ্যই প্রয়োজনীয় সময় দিতে হবে। তা নাহলে ভবিষ্যতে প্রাকৃতিক নিয়মে পলিটব্যুরো এবং কেন্দ্রীয় কমিটির বয়স্ক সদস্যরা যখন আর থাকবেন না, তখন শুধু কমরেড শিবদাস ঘোষের বই আমাদের বাঁচাতে পারবে না। এই কারণেই মৃত্যুশয্যায় থেকে কমরেড নীহার মুখার্জী কতকগুলি কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং ভবিষ্যতের বিপদ থেকে পার্টিকে রক্ষা করতে পার্টির অভ্যন্তরে কঠিন আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা করে গেছেন, সেটা আপনারা জানেন।

ক্লাসিক্স বা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ লেখাপত্র পড়ার সময় আমাদের পদ্ধতিবিহীন, খেয়ালখুশি মাফিক বা স্কলারদের মতো পড়া ঠিক নয়। সুশৃঙ্খলভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এবং জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যা ও মানুষের প্রাত্যহিক লড়াই-সংগ্রামের সাথে মিলিয়ে (ইন্টিগ্রেট) এগুলো আমাদের পড়া উচিত। গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট দাগ দিয়ে পড়া উচিত। যে বিষয়গুলো পরিষ্কার ভাবে বোঝা গেছে, সেগুলো নোট করা দরকার। আবার যে সব পয়েন্ট বোঝা যায়নি, ব্যাখ্যা দরকার, সেগুলোও নোট করা উচিত। ব্যক্তিগত ও যৌথভাবে পড়াশুনা করুন। যদি ব্যক্তিগতভাবে পড়েন, তাহলে যা পড়লেন, সেটা যৌথ আলোচনায় রেখে বুঝে নিন আপনার জানা-বোঝাটা ঠিক কি না। ক্লাসিক্স বলতে কী বোঝায়, এর আগে তা সঠিক ভাবে বলা হয়নি বলে অনেক কমরেডের মধ্যে এ বিষয়ে ভুল ধারণা থেকে গেছে। তাঁরা মনে করেন, ক্লাসিক্স বলতে আমরা শুধুমাত্র মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন ও মাও-এর লেখাকে বোঝাতে চেয়েছি। না, এটা ঠিক নয়। ক্লাসিক্স মানে, সেই সমস্ত বিখ্যাত লেখা, যেগুলো থেকে আমরা মৌলিক নীতি এবং গাইডলাইন পাই এবং যেগুলো বিশ্বজনীন। কমরেড শিবদাস ঘোষের গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান লেখাগুলোও এর মধ্যে পড়ে।

যৌথ পড়াশুনা, স্টাডি ক্লাস, পাঠচক্র এবং রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির নিয়মিত ভাবে এবং কিছুদিন অন্তর অন্তর অবশ্যই সংগঠিত করতে হবে। এছাড়া, বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু প্রশ্ন বেছে নিয়ে কমরেডদের আগে থাকতেই সে বিষয়ে জানিয়ে দিতে হবে যাতে তারা নিজেদের তৈরি করে নিতে পারে এবং তারপর কোনও নেতার উপস্থিতিতে এ বিষয়ে তাদের বলতে দিতে হবে। নেতা দেখবেন, যাতে আলাপ-আলোচনা সঠিক খাতে হয় এবং কমরেডদের ভুল হলে, নেতা তা শোধরাতে সাহায্য করবেন। সর্বোপরি, তত্ত্বগত প্রশ্নে কনস্ট্যান্ট কমন ডিসকাশনকে উৎসাহিত ও উন্নত করতে হবে। আমাদের মানসিক গঠন এবং দৃষ্টিভঙ্গিই আদর্শগত চর্চায় এগিয়ে যাওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। প্রথমত, মানুষের মনের গভীরে একটা ধারণা বাসা বেঁধে আছে যে, কেবল মুষ্টিমেয় মানুষ যেমন ধনী হয়, সকলে নয়, জ্ঞানের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম। জ্ঞানচর্চাও ক্ষমতাবান অল্প কিছু মানুষের বিষয়, সকলের নয়। দ্বিতীয়ত, সত্য খোঁজা এবং গভীর জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে আমাদের নিষ্ঠার অভাব, যেটাকে শাসকশ্রেণী উৎসাহ দেয়। তৃতীয়ত, দৈনন্দিন প্র্যাকটিক্যাল কাজের প্রবল চাপ এবং এই কাজ ও তত্ত্বচর্চার মধ্যে অ্যাডজাস্ট করে নিতে না পারার কারণে কমরেডরা নিরন্তর পড়াশুনা চালিয়ে যেতে পারে না। চতুর্থত, যেসমস্ত নেতারা নিজেরাই পড়াশুনা অবহেলা করেন, তাঁরা অন্যদের পড়াশুনায় উৎসাহ দেন না। ফলে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এ সমস্ত বাধা আমাদের অতিক্রম করতে হবে, নাহলে আদর্শগত মান আমরা উন্নত করতে পারব না।

কমিউনিস্ট হিসাবে আমাদের এ কথা জানা দরকার যে, কমরেড শিবদাস ঘোষ সহ সমস্ত মার্কসবাদী নেতাই, বার বার বলেছেন, জনগণের মধ্যে যাও, তাদের সাথে থাকো, তাদের জয় করো। কমরেড শিবদাস ঘোষ এমনকী এ কথাও বলেছেন যে, পার্টির প্রতিটি সদস্যকে জনগণের একটি অংশের নেতা হতে হবে। সকল সদস্যের এই গুণ থাকা দরকার। তিনি বলেছিলেন, ভালবাসা ও বন্ধুত্ব দিয়ে মানুষকে জয় করুন। কেবল রাজনৈতিক আলোচনায় কাজ হয় না, মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করুন; আপনার চরিত্র, সংস্কৃতি এবং তাদের দৈনন্দিন সমস্যা সমাধানে আপনার আন্তরিক সার্ভিস দিয়ে তাদের শ্রদ্ধাভাজন হয়ে উঠুন। তাদের আকৃষ্ট করুন, তারপর কাজের সঙ্গে যুক্ত করুন। কাজে যুক্ত করা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, নতুন কোনও যোগাযোগকে এমন কাজে যুক্ত করুন, যে কাজ করে সে আনন্দ পায়। গতানুগতিক ভাবে পরিকল্পনা করবেন না। সকলেই এক কথায় ডি এস ও, ডি ওয়াই ও বা এম এস এস-এর কাজ করতে শুরু করবে না। ফলে আপনাদের শত শত সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। যেমন ধরুন নাটকের ক্লাব, জনকল্যাণমূলক সংস্থা,

পাঁচের পাতায় দেখুন

যে কোনও পরিস্থিতির জন্য আমাদের সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে

চারের পাতার পর

খেলাধূলা ও বিজ্ঞান সংগঠন ইত্যাদি গড়ে তুলতে হবে। গণসংগঠনগুলোর সাধারণ সদস্যদের, পার্টি সমর্থকদের এই ধরনের কাজে জড়িয়ে দিন এবং এর মধ্য দিয়েই ধীরে ধীরে তাদের বিপ্লবী আদর্শ ও বিপ্লবী সংস্কৃতির দ্বারা অনুপ্রাণিত করুন।

সিনিয়র নেতারা জুনিয়র কমরেডদের সন্তানের মতো দেখবেন। বাবা-মায়ের মতো স্নেহ দিয়ে তাদের উন্নত হতে সাহায্য করুন। আগেকার দিনে আমরা দেখেছি, সন্তানের জন্মের পর বাবা-মা'রা পাল্টে যেতেন। সন্তানের কল্যাণই তখন তাদের সমস্ত মনোযোগ ও চিন্তাভাবনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়াত। নেতাদেরও নিজেদের মনকে ওইভাবে তৈরি করতে হবে। শিশুদের মতোই জুনিয়র কমরেডরা বার বার ভুল করবে। ছোট শিশু যখন হাঁটতে শেখে, সে টলতে টলতে বার বার পড়ে যায়, আবার উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটার চেষ্টা করে, বড়রা তাদের থামিয়ে দেয় না, বরং হাঁটা শিখতেই উৎসাহ দেয়। জুনিয়র কমরেডদের প্রতি আমাদের আচরণও এইরকম হওয়া দরকার। আমরা ভুলতে পারি না যে, আমরাও কত ভুল করেছি। আজও বহু সময় আমাদের ভুল হয়। খুব ভালোভাবে মনে আছে, নেতারা, বিশেষ করে কমরেড শিবদাস ঘোষ কী গভীর স্নেহ, নিষ্ঠা, ধৈর্য ও যত্ন নিয়ে আমাদের সাহায্য করেছেন। কমরেড শিবদাস ঘোষ বার বার আমাদের সতর্ক করে বলেছেন, জুনিয়র কমরেডদের যখন সমালোচনা করবে তখন এমন ভাবে সমালোচনা করবে না যাতে তাদের উৎসাহ ও উদ্যোগ স্তিমিত হয়ে যায়। বলেছেন, বরং তাদের উৎসাহ দাও, নিজস্ব উদ্যোগ নিতে ও সৃজনশীলভাবে চিন্তা করতে তাদের সাহায্য কর, তাদের মাথা খাটাতে দাও, ভাবতে দাও, নিজেদের মতো পরিকল্পনা করতে দাও, তাদের নিজস্ব উদ্যোগ নষ্ট করে— এমন ভাবে হস্তক্ষেপ করবে না। কাজে অবশ্যই সমন্বয় থাকবে, কেন্দ্রিকতাও থাকবে। আমরা সিদ্ধান্ত নেব যৌথভাবে এবং সেই সিদ্ধান্তকে রূপ দেব ব্যক্তিগত উদ্যোগে। আবার যৌথভাবে আমরা নিজেদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করব এবং তার মধ্য দিয়ে ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্তগুলোকে সমৃদ্ধ করব।

পার্টি বডিগুলোর মধ্যেও ব্যক্তিবাদের সমস্যা রয়েছে। ধরুন, আমি দেববাবুর (কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য) সাজেশনগুলো মানতে পারছি না, কারণ উনি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, আর আমি দলের সাধারণ সম্পাদক কিংবা পলিটব্যুরো সদস্য। এই হল আমার ব্যক্তিবাদ, এখানেই আমার ইগো। কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, বুর্জোয়া পার্টিগুলোতে আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্র কাজ করে। একটা কারখানায় আমলা বা ম্যানেজাররা কাজকর্ম দেখাশুনা করে। শ্রমিকরা চোখ বুজে তাদের কথা মেনে চলে। বুর্জোয়া পার্টিগুলোও ঐ একই পদ্ধতিতে কাজ করে। বুর্জোয়াদের আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্র হল ঠিক এরকমই। কমরেড শিবদাস ঘোষের আলোচনায় এ সব কথা আপনারা জেনেছেন, এখানে আমি রিপিট করব না, ব্যাখ্যাও করব না। সর্বহারা সংস্কৃতির ভিত্তিতেই সর্বহারা গণতন্ত্র গড়ে ওঠে। যত আমি ব্যক্তিবাদ ও ব্যক্তিগত বিষয় থেকে মুক্ত হব, তত আমি সর্বহারা সংস্কৃতি অর্জন করতে পারব এবং ততই আমি যৌথ বডি ফাংশনিং-এ কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারব। যৌথ বডি হল অনেকটা মেডিকেল বোর্ডের মতো। রক্ত, মল-মূত্র, হার্ট-এর রিপোর্ট নিয়ে ডাক্তাররা একসঙ্গে বসেন, রিপোর্ট পরীক্ষা করে নিজেদের মধ্যে মত বিনিময় করেন এবং শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে সিদ্ধান্তে পৌঁছান। দৃষ্টান্ত কখনও হুবহু একরকম হয় না। এখানে শুধু আপনাদের বিষয়টা বোঝার সুবিধার জন্য এই উদাহরণ দিলাম।

কোনও কিছু অর্জন করার জন্য যখন সংগ্রাম করব, আশা করা ঠিক নয় যে, আমরা তাতে তৎক্ষণাৎ সফল হব। এ করলে হতাশা আসবে। ইতিহাসের শিক্ষা কী বলে? ব্যর্থতা, আবার ব্যর্থতা, তারপর আবার ব্যর্থতা, অবশেষে সফলতা। এর মানে অবশ্যই এটা নয় যে, ব্যর্থতা ও ত্রুটিগুলি আপনা থেকেই সফলতা বা বিজয়ের পথে নিয়ে যাবে। প্রতিটি ব্যর্থতা ও পরাজয়ের কারণ আমাদের খতিয়ে দেখতে হবে, তা থেকে শিক্ষা নিতে হবে। এই পথেই ব্যর্থতাকে আমরা সাফল্যের পাদপীঠে পরিণত করতে পারি, পরাজয়কে বিজয়ে পরিণত করতে পারি। সব সময় মনে রাখতে হবে, সফল হতে গেলে কেবল আমার ইচ্ছাই সব নয়। পরিবর্তনশীল পরিবেশ-পরিস্থিতিকে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে পরীক্ষা করতে হবে। একজন চাষি কৃষিবিজ্ঞানের তত্ত্বের অ আ ক খ না-ও জানতে পারে, কিন্তু সে যখন চাষ করে তখন সেই বিজ্ঞানকে ইম্পিরিক্যালি সে হাতে-কলমে প্রয়োগ করে। সে মাটি পরীক্ষা করে বোঝে সেই মাটিতে ধান ভাল হবে, নাকি গম হবে। সে প্রকৃতিকে স্টাডি করে চাষের ঠিকঠাক মরশুম বেছে নেয় এবং সেই অনুযায়ী চাষ করে। মাটি চষার পর সে হয় বৃষ্টির জলে নয়তো সেচের জলে সেই মাটি ভেজায় এবং সার দেয়। চারা যাতে বাড়তে পারে, সে জন্য সে আগাছা নিড়োয়, আরও বহু কিছু করে। তারপর আসে ফসল কাটার সঠিক সময়। কিন্তু যদি খরা বা অতিবৃষ্টির মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ এসে পড়ে, তাহলে সমস্ত পরিশ্রম বৃথা যায়। চাষি এ থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা নিয়ে আবার পরবর্তী চাষের কাজে মন দেয়। মানুষের কার্যকলাপও সমস্ত দিক থেকে এই রকম। প্রকৃতির মোকাবিলা করতে গিয়ে মানুষ না জেনে-বুঝেই বিজ্ঞান প্রয়োগ করে, সে বিজ্ঞান যত প্রাথমিক স্তরেরই (রুডিমেন্টারি ফর্ম) এবং ইম্পিরিক্যাল হোক না কেন, নাহলে কোনও সাফল্য পাবে না। মার্কসবাদে সচেতন কোনও মানুষ যদি এই সমস্ত কাজের মধ্যে দ্বন্দ্বতত্ত্বের মূল নীতিগুলি, দ্বন্দ্বের নিয়মগুলি কীভাবে কাজ করছে তা বুঝতে চায়, তাহলে নিশ্চিতভাবেই সে তা খুঁজে পাবে। কাউকে যখন কোনও বিষয়ে আমরা কনভিন্স করতে চাই, তখন প্রথমে আমাদের বুঝতে হয়, ঐ নির্দিষ্ট সময়ে সেই মানুষটির মধ্যে কী কী অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্ব কাজ করছে এবং সেগুলির মধ্যে কোনটি প্রধান। এও দেখতে হয় যে, তার অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্বগুলির মধ্যে বিপ্লবী আদর্শ গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনটা অনুকূল আর কোনটা প্রতিকূল। এ বিষয়গুলি বুঝে আমাদের আলোচনা শুরু করা উচিত। আমাদের বিচার সঠিক হলে, মানুষটির মধ্যে আমাদের কথা মন দিয়ে শোনার এবং গ্রহণ করার সম্ভাবনা তৈরি হয়। দীর্ঘ আলোচনায় যাবেন না। মনে রাখবেন, মেলামেশা ও বন্ধুত্ব করার মাধ্যমেই একজনের কাছে বিপ্লবী আদর্শ পৌঁছে দেওয়া সহজ হয়। মন প্রস্তুত না থাকলে ভাল কথাও গ্রহণ করানো যায় না। ফলে তাড়াহুড়ো করা উচিত নয়। এমনও হতে পারে, আপনার চেষ্টার ফলে যে মানুষটি ভালভাবে এগোচ্ছে, হঠাৎ প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো আকস্মিক কোনও অন্তর্দ্বন্দ্ব বা বহির্দ্বন্দ্বের কারণে অথবা উভয় কারণেই সে পিছিয়ে গেল। আপনাদের এর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। সংগঠন ও আন্দোলন দুই-ই গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এ সব ঘটনা ঘটে।

কমিউনিস্ট হিসাবে রাজনৈতিক ও প্রাসঙ্গিক সমস্ত ঘটনাকে খুঁটিয়ে আমাদের বিচার করা দরকার। এ সব ঘটনায় বিভিন্ন শ্রেণীর ভূমিকা, এইসব শ্রেণীর জীবনের বিভিন্ন দিকের বৈশিষ্ট্যগুলি, তাদের বুদ্ধিগত, রাজনীতিগত ও নৈতিক দিকগুলো বোঝার জন্য মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগের ক্ষমতা আমাদের আয়ত্ত করতে হবে। সমাজের সমস্ত স্তরের জনগণের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যগুলো কী, তা আমাদের অবশ্যই জানতে হবে। শাসক শ্রেণী কীভাবে ঠকায়, মিষ্টি কথা দিয়ে কীভাবে নিজেদের অভিসন্ধি ঢেকে রাখে, সে সম্পর্কে আমাদের সচেতন থাকতে হবে। জনগণের মুখ দেখে, কথা শুনে, এমনকী তাদের দীর্ঘনিঃশ্বাস থেকেও তাদের মনের কথা বুঝে নিতে হবে। মানুষ যা বলছে, শুধু সেটুকু বুঝলেই চলবে না, যেটা তারা বলতে চাইছে কিন্তু ভাষায় বলতে পারছে না, সেটা বোঝারও চেষ্টা আমাদের করতে হবে। কোনও রকম অন্যায় অত্যাচার অবিচার ঘটলেই তার বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট হিসাবে আমাদের যথাসাধ্য প্রতিবাদ ও আন্দোলন সংগঠিত করতে হবে। সাংগঠনিকভাবে ও ব্যক্তিগতভাবে আমাদের সর্বদা যে কোনও পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, যাতে পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন, সেই অনুযায়ী আমরা সামঞ্জস্য রক্ষা করতে (অ্যাডাপ্ট) পারি। আগে থেকে সমস্ত কিছু অনুমান করা, শান্ত পরিস্থিতি পাল্টে গিয়ে কখন হঠাৎ ঝঞ্ঝাবহুল সময় উপস্থিত হবে, তা আগে থাকতে বোঝা শুধু কঠিনই নয়, প্রায় অসম্ভবই বলা চলে।

যাই হোক, কমরেডস, এটা খুবই ভাল কথা যে, আমরা বিভিন্ন রাজ্যে আন্দোলন গড়ে তুলছি। প্রায় প্রতিটি রাজ্যেই কমরেডরা জনসাধারণের জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করছেন, বিরাট সংখ্যক সাধারণ মানুষও এগুলোর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন। আন্দোলন সবসময়ই কমরেডদের মান উন্নত করে, দৃষ্টিকে প্রসারিত করে, ইস্পাতের মতো শক্ত করে, ক্ষমতা বাড়ায়, তাদের ইচ্ছাশক্তিকে দৃঢ় করে। আন্দোলনের মধ্যে থাকলে কমরেডদের চরিত্র পাল্টে যায়। স্টাডি ক্লাসগুলোতে আপনারা রাজনৈতিক লাইন পান, কিন্তু সেই লাইনকে তো বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে। কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে শুরু করে একেবারে নিচের তলার বডিগুলোর নেতৃত্বকে সকল কাজের ক্ষেত্রে চেকিং রাখতে হবে। এই চেকিং চালাতে হবে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে, সবদিক পরিব্যাপ্ত করে এবং অভিজ্ঞ নেতৃত্ব দ্বারা। লাগাতার নজর রাখার অর্থ হল, ভুলত্রুটি ও সমস্যাগুলি খুঁজে বের করা এবং তা সমাধান করা। আমাদের পার্টিতে এই চেকিং প্রক্রিয়া খুবই দুর্বল স্তরে আছে। এটা আমাদের ত্রুটি। আমরা অনেক প্রোগ্রাম নিই, কিন্তু সেই প্রোগ্রামগুলোর কতটা আন্তরিকভাবে কার্যকর করা হল, কতটা খাপছাড়া ভাবে হল, অথবা মাঝপথে বন্ধ হয়ে গেল, কতজন কমরেড যুক্ত হল, সমস্যা বা অসুবিধাগুলি কী কী — এসব আমরা যথাযথভাবে দেখি না। নিচের তলার বডিগুলো কীভাবে কাজ করছে, তা আমরা খুঁটিয়ে লক্ষ করি না। এমনকী তারা যদি রেগুলার বৈঠকও করেন, তখনও সেটা গণতান্ত্রিক ফাংশনিং নাও হতে পারে। আমরা এর কারণ খোঁজার চেষ্টা করি না, সমস্যা দূর করার জন্য প্রচেষ্টা চালাই না। অথচ এটা করা খুবই প্রয়োজন। যখন আমরা কোনও আন্দোলন-সংগ্রাম গড়ে তুলছি, তাতে নেতৃত্ব দিচ্ছি, তখন তার সাথে পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবী লাইনের যোগসূত্র গড়ে তুলতে হবে— যান্ত্রিকভাবে নয়, সজীবভাবে করতে হবে। শুধু কিছু দাবি আদায় করা এবং পার্টি সম্পর্কে জনগণের প্রশংসা পাওয়াটাই যথেষ্ট নয়। সাধারণ মানুষ, শ্রমিক, ছাত্র, মহিলাদের যাতে আমরা বোঝাতে পারি যে, সমস্ত সমস্যার মূলে রয়েছে পুঁজিবাদ এবং একে পাল্টে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে বিপ্লবী অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে, নির্বাচনের মধ্য দিয়ে নয় — এ বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অন্য রাজনৈতিক দল এবং সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টিগুলোও যে পুঁজিবাদের সেবা করছে এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে হাতিয়ার করে একমাত্র এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলই যে মেহনতি জনতার প্রকৃত স্বার্থ রক্ষা করছে, এটা জনগণকে বোঝাতে হবে। শ্রেণীসংগ্রাম ও গণসংগ্রামের মধ্য দিয়েই জনগণের কাছে এ কথা নিয়ে যেতে হবে। আন্দোলন চলাকালীন জনসাধারণকে সংস্কৃতিগত দিক দিয়ে পরিবর্তিত করার জন্য আমাদের প্রবল চেষ্টা করতে হবে। এ কাজ কঠিন সন্দেহ নেই, কিন্তু আমরা কমিউনিস্টরা সমস্ত প্রয়োজনীয় কাজ করার জন্য প্রস্তুত, তা সে কাজ যত কঠিনই হোক না কেন। মানুষকে ধীরে ধীরে আমাদের শিক্ষিত করে তুলতেই হবে।

এস ইউ সি আই (সি)-র বিশেষ কংগ্রেস

আরও একটি বিষয় হচ্ছে, আমরা বেশ কিছু বামপন্থী মনোভাবাপন্ন মানুষ ও বুদ্ধিজীবীদের পাচ্ছি, যাঁরা সিপিআই(এম), সিপিআই, সিপিআই(এম এল) সম্পর্কে মোহমুক্ত হয়ে আমাদের আন্দোলনগুলোকে সমর্থন করছেন, আন্দোলনে যোগ দিচ্ছেন, এঁদের মধ্যে কেউ কেউ আমাদের পার্টিকেও সমর্থন করছেন। এছাড়া আর একটি অংশ আছে যাঁরা বামপন্থী নন, উদার গণতন্ত্রী, মানবতাবাদী; এঁরাও জনগণের আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে আসছেন। এঁদেরকেও, তাঁরা যতদূর লড়াইয়ে যেতে প্রস্তুত, ততদূর নিয়ে যেতে হবে যুক্ত করে। এটা একটা নতুন বৈশিষ্ট্য আমাদের দেশে দেখা যাচ্ছে। আমাদের অবশ্যই জানা দরকার যে, পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে, বিপ্লব ও পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের মধ্যে দোদুল্যমানতায় ভোগেন। এঁদের মধ্যে যেসব বৈশিষ্ট্য সর্বহারা আন্দোলনে কোনও না কোনও ভাবে সাহায্য করতে পারে, সেগুলোকে ব্যবহার করতে হবে, একই সঙ্গে যেসব বৈশিষ্ট্য সর্বহারা স্বার্থের বিরোধী, সেগুলোর বিরুদ্ধে আমাদের লড়তে হবে। এই সম্ভাবনাটা দেখা দিয়েছে। শ্রেণীসংগ্রাম ও গণআন্দোলনগুলো এমন অনেক ধরনের মিত্রশক্তি পাবে, যারা সাময়িক, দোদুল্যমান ও অনির্ভরযোগ্য হতে পারে। এখানে আমি লেনিনের 'লেফট উইং কমিউনিজম, অ্যান ইনফ্যান্টাইল ডিসর্ডার' বই থেকে উদ্ধৃত করছি—

> "অধিকতর বলশালী শত্রুকেও পরাস্ত করা সম্ভব যদি একমাত্র প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালানো যায় এবং শত্রুদের মধ্যকার এমনকী ক্ষুদ্রতম ফাটলকেও আবশ্যিকভাবে, সম্পূর্ণরূপে, সর্তকতা, একাগ্রতা ও দক্ষতার সাথে ব্যবহার করা যায় ... যদি সম্ভাবনাময় একটি মিত্রশক্তি (মাস অ্যালি) — তারা এমনকী যদি সাময়িক মিত্রও হয়, দোদুল্যমান, নড়বড়ে, অনির্ভরযোগ্যও হয়, শর্তসাপেক্ষেও হয় — তবুও সেই মিত্রশক্তির সাথে ঐক্য করার সামান্যতম সুযোগেরও সদ্ব্যবহার করা যায়।"

কমরেডদের এটা বুঝতে হবে। না হলে তাঁরা বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে লড়তে পারবেন না। লেনিন আরও বলেছিলেন — এ কথাটা খুব ভালো করে নোট করুন — "প্রতিক্রিয়াশীল ট্রেড ইউনিয়নগুলোতে কাজ করতে অস্বীকার করার অর্থ শ্রমিকদের মধ্যে যারা যথেষ্ট সচেতন নয় বা এখনও পিছিয়ে রয়েছে, তাদের, প্রতিক্রিয়াশীল নেতাদের অর্থাৎ বুর্জোয়াদের এজেন্টদের, অভিজাত শ্রমিক নেতাদের প্রভাবেই ফেলে রাখা ...। জনগণকে সাহায্য করার জন্য এবং জনগণের সহানুভূতি, আস্থা ও সমর্থন জয় করার জন্য সমস্ত রকম অসুবিধার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মানসিকতা থাকতে হবে এবং বিদ্রূপ, বাধা-বিপত্তি, অপমান, নেতাদের নির্যাতন, এ সব কিছুর বিরুদ্ধে সাহসের সঙ্গে দাঁড়াতে হবে। ... যেখানেই জনগণ আছে, সেখানেই আবশ্যিকভাবে কাজ করতে হবে। বিশেষ করে সর্বহারা ও অর্ধসর্বহারা জনগণ আছে তেমন

ছয়ের পাতায় দেখুন

আমরা নৈষ্ঠিকতার শিকার হব না, সুবিধাবাদেও নিমজ্জিত হব না

পাঁচের পাতার পর

সব প্রতিষ্ঠান ও সমিতিগুলোতে, এমনকী সেগুলো যদি চরম প্রতিক্রিয়াশীল সংগঠনও হয়, তবুও সেখানে সুনিপুণভাবে, অধ্যবসায় ও ধৈর্যের সঙ্গে নিরন্তর অ্যাজিটেশন ও প্রোপাগান্ডা চালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে সমস্ত রকম আত্মোৎসর্গের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, কঠিনতম প্রতিবন্ধকতাকেও জয় করতে হবে।''

কমরেড লেনিনের এই অমূল্য শিক্ষাগুলি কমরেডদের অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে। কমরেড লেনিনের শিক্ষাগুলি কীভাবে কার্যকর করতে হয়, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কমরেড স্ট্যালিন, কমরেড মাও সে-তুং ও কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। আমাদের যেমন নৈষ্ঠিকতার (পিউরিটানিজম) শিকার হওয়া উচিত নয়, আবার একই সঙ্গে সুবিধাবাদেও আমরা নিমজ্জিত হব না। একটা বিশেষ সময়ে বিপ্লবী সংগ্রাম, গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং শ্রেণীসংগ্রামের প্রয়োজনই একমাত্র নির্ধারণ করবে, কাদের, কতদিন পর্যন্ত মিত্র হিসাবে গণ্য করা যায়।

আমাদের মহিলা ফ্রন্ট বিকশিত হচ্ছে। কিন্তু এখনও তা প্রধানত মধ্যবিত্ত মহিলাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে। তাদের কাজের ক্ষেত্র শ্রমিক, চাষি ও দরিদ্র জনগণের মধ্যে প্রসারিত হওয়া দরকার। আমাদের পুরুষ কমরেডরা পিতৃতান্ত্রিক সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স থেকে মহিলা কমরেডদের বিকাশের পথে অবশ্যই কখনই বাধা হবেন না। বিভিন্ন অংশের মেহনতি জনগণের বিভিন্ন রকমের সমস্যা আছে। তাদের নিয়েও পার্টিকে বিভিন্ন ধরনের সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। কর্মচারী ফ্রন্ট ও শিক্ষক ফ্রন্টে জোর দিতে হবে। বিভিন্ন ইস্যুর ওপর নানা ফোরাম গড়ে তুলতে হবে। আপনারা লক্ষ করবেন, সঠিক প্রচেষ্টা হলেই ব্যাপক সংখ্যায় ছাত্র ও যুবকরা আমাদের পার্টিতে যোগ দিচ্ছে। কমসোমল, ছাত্রফ্রন্ট, যুবফ্রন্ট ডেভেলপ করানোর উপর কমরেড নীহার মুখার্জীও জোর দিয়েছিলেন। কারণ তারাই তো আমাদের ভবিষ্যৎ। পার্টির প্রচুর যুব ক্যাডার প্রয়োজন। এটা ভাল যে, কিছু রাজ্য প্রয়োজনীয় জোরটা দিচ্ছে। বেশ কিছু রাজ্য এখনও পিছিয়ে আছে। সমস্ত রাজ্যকেই এ ব্যাপারে উপযুক্ত নজর দিতে হবে। দুটো ক্লাস ফ্রন্ট — শ্রমিক ফ্রন্ট ও চাষি ফ্রন্টে আমাদের আরও কমরেড ডেপুট করতে হবে। আমাদের দল একটি শ্রমিক শ্রেণীর দল। শ্রমিক শ্রেণী অর্থাৎ শ্রমিক ও কৃষিশ্রমিকরাই হচ্ছে বিপ্লবে নেতৃত্বকারী শক্তি। গরিব চাষি ও নিম্ন মধ্যবিত্ত আমাদের বিপ্লবের মিত্রশক্তি। এ কথা ঠিক যে, এই দুটো ফ্রন্টেও আমরা ডেভেলপ করছি, কিন্তু গতি খুব মন্থর। আমাদের আরও জোর দিতে হবে। কিছু রাজ্য এগোচ্ছে, কিছু রাজ্য তত এগোচ্ছে না। যেসব রাজ্য এগিয়েছে, তাদের কিছু কমরেডকে ছাড়তে হবে দুর্বল রাজ্যগুলোতে কাজ করার জন্য, যদি স্থায়ীভাবে নাও হয়, অন্তত সাময়িকভাবে দুর্বল রাজ্যগুলোতে সংগঠন গড়ে তোলার জন্য তাদের দিতে হবে। একটা রাজ্যের মধ্যেও আবার কিছু জেলা ডেভেলপ করেছে, কিছু জেলা করেনি। ডেভেলপ্‌ড জেলাগুলোকে কমরেড ছাড়তে হবে দুর্বল জেলাগুলোতে কাজ করার জন্য। যে কোনও অত্যাচার, নিপীড়ন ও অবিচারের বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করার মন কমরেডদের মধ্যে গড়ে তুলতে হবে। পার্টি সার্কুলারের জন্য যেন তারা অপেক্ষা না করে। আবার চটকল শ্রমিকদের জানতে হবে, তাদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে, কীভাবে ফ্রান্স, জার্মানির শ্রমিকরা লড়াই করছে, পশ্চিমবঙ্গের কমরেডদের জানতে হবে, কেরালা ও কর্নাটকের কমরেডরা কীভাবে চাষি আন্দোলন সংগঠিত করছে এবং সেখান থেকে শেখার কী আছে। সর্বত্র এ ধরনের আলোচনা প্রয়োজন। এইসব সংগ্রামের সংবাদ পার্টি কমরেড ও গণফ্রন্টের কর্মীরা জনগণের কাছে নিয়ে যাবে। শ্রমিক, চাষি ও মহিলাদের আন্দোলনের পক্ষে ছাত্রদের মাঝে জনমত গড়ে তুলবে ছাত্রফ্রন্ট। আবার তারাও ছাত্র আন্দোলন সম্পর্কে নিজের নিজের কর্মক্ষেত্রে জনমত গড়ে তুলবে। এছাড়া সংহতি গড়ে উঠবে কী করে? আর সংহতি না থাকলে সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিই শুধু বাড়বে।

কোনও কিছুই নিশ্চল নয়, বিকাশ এবং পরিবর্তন নিরন্তর ঘটে চলেছে এবং সেই অনুযায়ী আমাদের নিজেদেরকেও ক্রমাগত ভেঙে নতুন করে গড়তে হবে। কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের বলেছিলেন ২৪ ঘন্টা বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে নিজেদের নিয়োজিত রাখতে। তারপর বলেছিলেন, এর দ্বারা আমি এ কথা বলছি না যে, তারা খাবে না, ঘুমোবে না, শিশু, স্ত্রী, বন্ধু-বান্ধব ও কমরেডদের সাথে আবেগময় সম্পর্কের আদানপ্রদান করবে না। কিন্তু এগুলোই যেন তাদের মন ছেয়ে না থাকে। বিপ্লবী চিন্তা ও কাজেই যেন আমাদের মন মগ্ন থাকে, না হলে আমরা বিপ্লবী দায়িত্ব পালন করতে পারব না। এভাবেই তিনি আমাদের বলেছিলেন। একইভাবে আমাদের একদল নেতা প্রয়োজন। পলিটব্যুরো সদস্যরা বৃদ্ধ, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা, রাজ্য কমিটির সদস্যরাও অনেকেই বার্ধক্যে পৌঁছেছেন। অধিকাংশেরই বয়স ৬০ বছরের উর্ধ্বে। তাই তরুণ ইস্পাতদৃঢ় একদল নেতা দরকার। এই নতুন নেতৃত্বের অভ্যুত্থানের সংগ্রামে আমাদের সাহায্য করতে হবে। কমরেড মানিক মুখার্জী অসুস্থ। কমরেড রণজিৎ ধরও অসুস্থ। কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তীও আজ আর শারীরিকভাবে ততটা সক্ষম নন, ভারতের বেশ কিছু রাজ্যে তিনি এক্সপ্লোর করেছেন। আমাদের দেশের পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে এক্সপ্লোর করেছেন কমরেড অসিত ভট্টাচার্য। তাঁদেরও যথেষ্ট বয়স হয়েছে। বিদেশে যাওয়ার জন্য আমাদের কিছু সক্ষম কমরেড চাই। বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের আজ প্রয়োজন কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তা, যা আজকের দিনে মার্কসবাদের সর্বোন্নত উপলব্ধি। এটা পৌঁছে দেওয়া দরকার, এটা ছাড়া বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলন এগোতে পারবে না। সুতরাং, একটা ভালো সংখ্যক প্রোপাগান্ডিস্ট ও অর্গানাইজার দরকার দেশের ভিতরে ও বাইরে কাজ করার জন্য।

কমরেডস, আমি আমার বক্তব্য কমরেড শিবদাস ঘোষের একটি আবেদন শুনিয়ে শেষ করব। ১৯৭৪ সালে পার্টিকর্মীদের একটি সভায় তিনি যা বলেছিলেন, আমি আপনাদের তা পড়ে শোনাচ্ছি ঃ

''সমাজে শ্রমিক-চাষি-শোষিত মানুষের বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে বিপ্লব বারবার গমকে গমকে আসতে চাইবে, গমকে গমকে ফেটে পড়তে চাইবে। সমাজ অভ্যন্তরের দ্বন্দ্ব ফুলে ফুলে উঠে বারবার বলতে চাইবে — এ অবস্থার আমূল পরিবর্তন চাই; মানুষের মগজের কাছে, মানুষের কাছে আবেদন করতে চাইবে — বিপ্লব আমি চাই। কিন্তু বিপ্লব ততদিন হবে না, বার বার সে ফিরে যাবে, বিপথগামী হয়ে ফিরে যাবে, বার বার তার দ্বারা প্রতিক্রিয়া লাভবান হবে, বিপ্লব হবে না, যতদিন না বিপ্লবে নেতৃত্ব দেবার উপযুক্ত শক্তি নিয়ে বিপ্লবী পার্টির আবির্ভাব হবে।''

ঐ ভাষণেই তিনি আরও বলেছিলেন,

''আমি আগেও বলেছি, আগামী সময়টা আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই পার্টিটাকে দ্রুত অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিপ্লবে নেতৃত্ব দেবার মতো রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক দিক থেকে শক্তিশালী করে আপনাদের গড়ে তুলতে হবে। আগে, ভাবলেও আমরা এ কাজ পারতাম না। কিন্তু এখন আমাদের যা সংখ্যা, তাতে আমরা প্রতিটি নেতা ও কর্মী যদি ভেবে এটাকে রূপ দেবার চেষ্টা করি, তাহলে আমরা এ কাজ করতে পারি। তার জন্য প্রত্যেকটি কর্মী যাঁরা এখানে উপস্থিত আছেন, তাঁদের আপন উদ্যোগ এবং বুদ্ধি অনুযায়ী — পারুন বা না পারুন, সফলতা হোক, বিফলতা হোক, — কর্মবিমুখ না হয়ে কাজ করে যেতে হবে। এই কাজের প্রক্রিয়া হবে — একদিকে আপনারা দলের রাজনীতি বুঝে নিচ্ছেন, আরেকদিকে সেই রাজনীতির ভিত্তিতে জনতাকে যে কোনও ক্ষেত্রে হোক সংগঠিত করার চেষ্টা করছেন। তার জন্য হয় ক্লাব, না হয় কৃষক ও খেতমজুরদের সংগঠন, না হয় বস্তি কল্যাণ সমিতি, না হয় সাহিত্য সভা, না হয় কাব্য সভা, না হয় ডনখানা, না হয় শ্রমিক ইউনিয়ন অথবা শ্রমিক কল্যাণ সমিতি, না হয় মজুরদের রাজনৈতিক ক্লাস গ্রহণ করা, যেভাবেই হোক আপনারা মানুষের সঙ্গে মিশছেন, মানুষকে আপনাদের আশেপাশে সংগঠিত করার চেষ্টা করছেন, তাদের ভ্রান্ত রাজনীতি থেকে মুক্ত ও বিচ্ছিন্ন করে দলের রাজনীতিতে আনবার চেষ্টা করছেন — এই কাজটি আপনাদের করতে হবে পুরোপুরি উদ্যোগ নিয়ে যার যার ক্ষেত্রে আপন আপন কর্মক্ষমতা অনুযায়ী।''

এস ইউ সি আই (সি)-র বিশেষ কংগ্রেস

কমরেডস, এই মঞ্চে আমাদের মাথার উপরে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও, শিবদাস ঘোষ — এই ছয়জন মহান নেতার ছবি রয়েছে। আমরা তাঁদের সংগ্রাম জানি, ইতিহাসে তাঁদের অবদান জানি। আমরা হচ্ছি তাঁদের পুত্র কন্যা। তাঁদের স্বপ্ন এবং আশাকে আমাদেরই বহন করতে হবে। আমরা যেদিন মারা যাব, সেদিন যেন এ কথা ভেবে মৃত্যুবরণ করতে পারি যে, আমরা আমাদের কর্তব্য পালন করতে পেরেছি। আপনাদের একটি স্মারক দেওয়া হয়েছে। আমাদের দলের প্রতিষ্ঠা কনভেনশনে প্রথম নির্বাচিত ৭ জন কেন্দ্রীয় কমিটি সদস্যের ছবি রয়েছে এতে। ভালো করে ছবিটা দেখুন। তাঁদের প্রত্যেকের বয়স ৩০ বছরের কম। কমরেড শিবদাস ঘোষের নেতৃত্বে কী ইতিহাস তাঁরা সৃষ্টি করেছেন! আজকের এই হলের সমাবেশের দিকে দেখুন — কত বিরাট! তাও তো কেবলমাত্র নির্বাচিত প্রতিনিধি ও অবজার্ভাররাই এখানে আছেন। এই হলের বাইরে দেশে আরও কত হাজার পার্টিকর্মী রয়েছেন। আমরা সকলে যদি এক মানুষের মতো দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে দাঁড়াই, তাহলে আমরা কী অর্জন করতে পারি, তা আপনারা সকলেই উপলব্ধি করেন। কিন্তু শুধুমাত্র সদিচ্ছার দ্বারা আমরা এক মানুষের মতো দাঁড়াতে পারি না। এ জন্য ওয়ান প্রসেস অফ থিঙ্কিং, ইউনিফর্মিটি অফ থিঙ্কিং, ওয়াননেস ইন অ্যাপ্রোচ অ্যান্ড সিঙ্গলনেস অফ পারপাস অর্জন করতে হবে এবং সে জন্য প্রয়োজন এক কঠিন, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সংগ্রাম। তার জন্য আবার প্রয়োজন, কনস্ট্যান্ট কমন ডিসকাশন, কন্সট্যান্ট কমন অ্যাসোসিয়েশন, কন্সট্যান্ট কমন অ্যাকটিভিটি — যেটাকে আমাদের দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। এটাই দলের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার মান ও কার্যকারিতাকে উন্নত ও শক্তিশালী করবে।

তাই, কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাগুলিকে স্মরণ করুন, নিজেদের জীবনে তা প্রয়োগ করুন, এটাই আমাদের জীবনযাত্রার অবস্থান হোক। এ কথা বলেই আমি শেষ করছি।

আপনাদের সকলকে জানাই লাল সেলাম!
মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা জিন্দাবাদ!
সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ লাল সেলাম!
ইনকিলাব জিন্দাবাদ!
এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) জিন্দাবাদ!
সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদ জিন্দাবাদ!

সন্তান বিক্রি — সরকারের পদত্যাগ করা উচিত

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়ে ৮ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন —

মালদা জেলার গাজোলের বানদিঘি আদিবাসী গ্রামের সবকটি পরিবার অভাবের জ্বালা সইতে না পেরে তাদের নিজেদের সন্তানদের বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেয়। ৮ জানুয়ারির সংবাদ প্রতিদিনের পাতায় ছবি সহ এই সংবাদ বড়ই মর্মান্তিক। কোলের শিশু নিয়ে ৬০ জন মা তাদের ১০৫ জন সন্তানকে বিক্রি করার জন্য সারিবদ্ধভাবে গ্রামের রাস্তায় লাইন দিয়ে বসে আছে খদ্দেরের জন্য, এ দৃশ্য রাজ্যের মানুষ প্রত্যক্ষ করল। এই মানুষগুলিকে কী অসহনীয় জ্বালা, কী নিদারুণ দারিদ্র সহ্য করতে হয়েছে যে, বাঁচার শেষ চেষ্টা হিসাবে আর কোনও বিকল্প তারা পায়নি। স্বাধীনতার ৬৮ বছর পর কেন্দ্রে কংগ্রেস ও এ রাজ্যে ৩৪ বছর সিপিএম সরকারের শাসনে খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এমনকী পানীয় জলও তাদের জোটে না। সিপিএম সরকারের শাসনে 'উন্নয়ন'-এর এই হল আসল চিত্র। যদি বিবেক বলে কিছু থাকত, এই সংবাদ পাওয়া মাত্র সিপিআই(এম) সরকারের অবিলম্বে পদত্যাগ করা উচিত ছিল।

আমরা দাবি করছি —

১। এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করে মালদা জেলা প্রশাসন, পঞ্চায়েতের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে,

২। এই গ্রামের সমস্ত পরিবারের বাঁচার মতো উপযুক্ত ব্যবস্থা অবিলম্বে নিতে হবে।

জরি শ্রমিকদের হাওড়া জেলা সম্মেলন

২৭ ডিসেম্বর উলুবেড়িয়ার রবীন্দ্রভবনে প্রায় ১২০০ জরি শ্রমিকের উপস্থিতিতে প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় হাওড়া জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জেলার ৯টি ব্লক থেকে প্রতিনিধিরা এসেছিলেন। সম্মেলন উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সমাজকর্মী এস সুধা, সভাপতিত্ব করেন আমন্ত্রিত অতিথি রূপম চৌধুরী, সংগঠনের সাংগঠনিক প্রস্তাব পেশ করেন আনসার আলি সেখ। প্রস্তাবের উপর আলোচনা করেন আমন্ত্রিত বক্তা সহ বিভিন্ন ব্লকের ২১ জন প্রতিনিধি। সম্মেলনে সারা ভারত জরি কল্যাণ সমিতির সম্পাদক মুজিবর রহমান ও সভাপতি রহুল আমিন বক্তব্য রাখেন। তাঁরা বলেন, হাওড়া জেলায় জরি শ্রমিকের সংখ্যা ৪ লক্ষ ২০ হাজার, সারা রাজ্যে প্রায় ২০ লক্ষ। এঁরা বঞ্চিত ও উপেক্ষিত। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার এদের ন্যূনতম দাবি মানেনি। সম্মেলনে ১৫ দফা দাবিতে নিচু স্তর থেকে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়। সম্মেলনে সঞ্জীব পালকে সভাপতি এবং আনসার আলিকে সম্পাদক করে ১১ জনের একটি কমিটি গঠিত হয়।

লালগড় আন্দোলনকে ধ্বংস করতে ও সিপিএম-কে ভোটে সুবিধা দিতেই কংগ্রেস যৌথবাহিনী নামিয়েছে

একের পাতার পর

মাহাতো ও সরকারি কর্তারা একযোগে ঘোষণা করেন যে, 'আলোচনা সন্তোষজনক হয়েছে', পরবর্তী বৈঠক হবে ১৪ জুলাই। কিন্তু এর পরই দেখা গেল, আচমকা রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের যুক্ত ঘোষণা — লালগড়ে 'মাওবাদী' সন্ত্রাস চলছে। ফলে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের যৌথবাহিনী নামানো হচ্ছে। ১৮ জুন তা নামানো হল। এভাবে গোটা রাজ্য ও দেশের জনগণকে 'মাওবাদী' ধুয়ায় বিভ্রান্ত করার ষড়যন্ত্র করে জনসাধারণের আন্দোলন ভাঙবার জন্য যৌথবাহিনীর হামলা শুরু করাল ও চলল ব্যাপক অত্যাচার, লুটপাট, ধরপাকড়, খুনখারাপি, নারীধর্ষণ। এর আগেও আমরা বলেছি, এদেশে তথাকথিত 'মাওবাদী'দের কার্যকলাপের সাথে মহান মাও সে-তুংয়ের চিন্তাধারার কোনও সম্পর্ক নেই। তিনি চীনদেশে জনগণকে বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও সংঘবদ্ধ করে বিপ্লবী বাহিনী গড়ে তুলে চীনের পরিস্থিতি অনুযায়ী সরাসরি ও গেরিলা কায়দায় বিপ্লবী যুদ্ধ চালিয়ে ঐতিহাসিক চীন বিপ্লব সফল করেছিলেন। তিনি বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ব্যক্তিহত্যায় বিশ্বাস করতেন না। এদেশের 'মাওবাদী'রা মাও সে-তুংয়ের চিন্তাবিরোধী কার্যকলাপ চালিয়ে গণআন্দোলনের ও বিপ্লবী সংগ্রামের ক্ষতিই করছে। যেটা শাসকশ্রেণী ও দলগুলি চায়। শুধু তাই নয়, এরা নানা অনৈতিক কাজ করছে এবং অর্থ ও সুযোগ-সুবিধার বিনিময়ে শাসক দলগুলির দ্বারা ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন 'মাওবাদী'রা নিজেরাই বলেছে, তারা গড়বেতা, কেশপুরে তৃণমূলের বিরুদ্ধে সিপিএমকে কিছু সুযোগ-সুবিধার বিনিময়ে সাহায্য করেছিল। ঠিক একইভাবে সিপিএম ঝাড়খণ্ড থেকে আগত কিছু 'মাওবাদী'দের এবং দলীয় কিছু কর্মীকে 'মাওবাদী' সাজিয়ে লালগড়ের গণআন্দোলন ভাঙার কাজে লাগাতে শুরু করল, সাধারণ আন্দোলনকারীদের, বিক্ষুব্ধ সিপিএম কর্মীদের খুন করা চালিয়ে গেল। আর এই হীন ষড়যন্ত্রের শরিক হল কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার।

জাতীয় কংগ্রেস ও কেন্দ্রীয় সরকার লালগড়ের এবারকার হত্যাকাণ্ড নিয়ে যতই কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করুক, তারা কি এই হত্যার দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে? তারাই তো রাজ্য সরকারের সাথে বোঝাপড়া করে 'মাওবাদী' ধুয়ো তুলে লালগড়ে যৌথ বাহিনীকে দিয়ে

বন্‌ধের দিন দুপুরে মাচানতলা মোড়, বাঁকুড়া

আক্রমণ করাচ্ছে সেখানকার গণতান্ত্রিক আন্দোলন ভাঙার জন্য। তাদের প্রত্যক্ষ মদতেই সিপিএমের ক্রিমিনাল বাহিনী লালগড় পুনর্দখল করছে এবং ক্যাম্প বসিয়ে অত্যাচার চালাচ্ছে। তৃণমূলকে খুশি করার জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 'হার্মাদ' শব্দ ব্যবহার করে হইচই বাধিয়ে দিলেন। এই 'হার্মাদ' বা সিপিএম ক্রিমিনালদের কার্যকলাপ কি তৃণমূল অভিযোগ তোলার আগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতাদের অজানা ছিল? তাদের গোয়েন্দা বিভাগ ও প্যারা মিলিটারি বাহিনী কি লালগড়ে ঘুমোচ্ছিল যে কিছুই টের পায়নি? এই নিয়ে আমাদের দল, তৃণমূল, সাধারণ মানুষ কতবার কত অভিযোগ করেছে, সংবাদমাধ্যমেও বার বার এ খবর বেরিয়েছে। আসলে গোপনে সিপিএমের সাথে কংগ্রেসের বোঝাপড়া হয়েছে। বাইরে ভোটের স্বার্থে তৃণমূলের সাথে কংগ্রেস ঐক্য করলেও তলায় তলায় সিপিএমকে কংগ্রেস ব্যাক করবে, যাতে তৃণমূল বিধানসভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পায়।

কংগ্রেসের উদ্দেশ্য হল, বিধানসভা নির্বাচনের পর সরকার গঠন করতে পারলেও তৃণমূলকে যাতে কংগ্রেসের ওপর নির্ভরশীল থাকতে হয়, যেমন কেন্দ্রে কংগ্রেস এখন তৃণমূলের উপর আছে, তাহলে কংগ্রেস বার্গেইন করতে পারবে, আবার প্রয়োজনে সিপিএমের সাথে হাত মিলিয়ে তৃণমূল সরকারকে বিপন্নও করতে পারবে। এই হীন স্বার্থ থেকেই কংগ্রেস এখন নানা ভাবে সিপিএমকে মদত জোগাচ্ছে বাইরে রণং দেহি ভাব দেখিয়ে। আর এজন্যই 'মাওবাদী'দের ধুয়া তুলে কংগ্রেস যৌথ বাহিনী নামিয়ে একদিকে লালগড়ে জনগণের আন্দোলনকে ধ্বংস করছে, অন্যদিকে সিপিএমের মুক্তাঞ্চল গঠন করাচ্ছে যাতে আগামী ভোটে এখানে সিপিএম একচেটিয়া সিট দখল করতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলন দমনেও তৎকালীন কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার মিত্রদল সিপিএমকে সাহায্য করেছিল। নন্দীগ্রাম ও সিঙ্গুর আন্দোলনের ঐতিহাসিক সাফল্যের পিছনে কাজ করেছে সেখানকার জনগণের চরম আত্মত্যাগ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লড়াই। এস ইউ সি আই (সি) দলের সুসংগঠিত লাগাতার লড়াইয়ের রণকৌশল ও প্রস্তুতি এবং তৃণমূলের অধিকতর শক্তি, তৃণমূল নেত্রীর ভূমিকা ও এ দলের পক্ষে প্রচারযন্ত্রের ব্যাপক প্রচার। প্রকৃতপক্ষে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনই এ রাজ্যে সিপিএম সরকার পরিবর্তনের জমি তৈরি করে দিল এবং বিগত লোকসভা নির্বাচনে সিপিএমকে ধরাশায়ী করল। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলন পর্বে কংগ্রেস আগাগোড়া সিপিএমকে মদত দিয়ে লোকসভা ভোটের আগে বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যমকে দিয়ে হাওয়া তুলিয়ে দিল যে, কংগ্রেস-তৃণমূল ঐক্য না হলে সিপিএমকে হারানো যাবে না। আমাদের দলের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও তৃণমূল এটা মেনে নিল, অথচ কংগ্রেস ছাড়াই তৃণমূল আরও ভাল রেজাল্ট করতে পারত, যেমন চাইলে আগামী বিধানসভা ভোটেও পারে। অবশ্য একটি গান্ধিবাদী পার্লামেন্টারি পার্টি হিসাবে তৃণমূল কী করবে, সেটা

বন্‌ধের দিন ক্ষুদিরাম মোড়, তমলুক

তাদেরই ব্যাপার।

সিপিএমের কর্মী-সমর্থকদেরও ভেবে দেখতে হবে, গদিসর্বস্ব রাজনীতির পঙ্কে নিমজ্জিত হয়ে তাঁদের নেতারা নামতে নামতে আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছেন! মহান মার্কসবাদকে হাতিয়ার করে রাশিয়ায়, চীনে, ভিয়েতনামে লক্ষ লক্ষ কমিউনিস্টরা জীবন বিসর্জন দিয়ে ঐতিহাসিক বিপ্লব সংগঠিত করেছিলেন, মহান স্ট্যালিনের নেতৃত্বে ফ্যাসিবাদকে পরাস্ত করে মানবজাতিকে রক্ষা করেছিলেন, যার ফলে মার্কসবাদ ইতিহাসে এক বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল। মার্কসবাদের সেই গৌরবকে আত্মসাৎ করে প্রথমে ঐক্যবদ্ধ সিপিআই ও পরে সিপিএম নেতৃত্ব এক সময় বহু সৎ মানুষকে আকৃষ্ট করেছিলেন, যদিও এই দুটি দল কোনদিনই যথার্থ মার্কসবাদী ছিল না, মার্কসবাদের নামে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টিগুলোর চরিত্র নিয়েই এরা চলেছে, যাদের মহান লেনিন শ্রমিক আন্দোলনে সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের দালাল আখ্যা দিয়েছিলেন। কিন্তু বিগত শতকের ছয়ের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সিপিএম নেতারা যতটুকু বামপন্থার চর্চা করতেন, গদির লোভে তাকেও বিসর্জন দিয়ে আজ দেশি-বিদেশি পুঁজিকে তুষ্ট রাখার স্বার্থে গণআন্দোলন দমনে ফ্যাসিবাদী আক্রমণ চালাচ্ছেন। শুধু পুলিশই নয়, সশস্ত্র ক্রিমিনাল বাহিনীকে লেলিয়ে দিচ্ছেন। পরিণামে দক্ষিণপন্থীদের শক্তিবৃদ্ধিতে সাহায্য করছেন। সিপিএম কর্মী-সমর্থকরা আর কতদিন এটা চলতে

লালগড়ে গণহত্যার প্রতিবাদে কলকাতার হাজরা মোড়ে বিক্ষোভ

দেবেন? গত লোকসভা ভোটে ধাক্কা খেয়ে নেতারা সাড়ম্বরে ঘোষণা করেছিলেন, তাঁরা দলের 'শুদ্ধিকরণ' করবেন। কীরকম 'শুদ্ধিকরণ' করেছেন, তা পরবর্তী নানা আচরণ ও সদ্য লালগড়ে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড দেখিয়ে দিল। মনে রাখবেন, এই সঙ্কটজনক ও নানা ঝঞ্ঝাবহুল পরিস্থিতিতে মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় আমরাই একমাত্র সংগ্রামী বামপন্থা ও গণআন্দোলনের ঝাণ্ডাকে বহন করে যাচ্ছি।

আজ একদিকে প্রায় প্রতিদিনই আকণ্ঠ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত কংগ্রেস, বিজেপি, সিপিএম সহ সকল সরকারি দলের কেলেঙ্কারির খবর যত প্রকাশিত হচ্ছে মানুষ তত শিউরে উঠছে। অন্যদিকে ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, ছাঁটাই, ট্যাক্সের বোঝা, শিক্ষা-চিকিৎসায় ব্যয়বৃদ্ধি, নারীপাচার ও ধর্ষণ, নৈতিকতার সঙ্কট ইত্যাদি জনজীবনকে জর্জরিত করে তুলছে। দিশাহীন মানুষ বার বার ভাবছে, প্রতিকার কোথায়? বুঝতে হবে, প্রতিকার নিছক সরকার পরিবর্তনের দ্বারা হবে না, যদিও আগামী নির্বাচনে অত্যাচারী সিপিএমকে পরাস্ত করতেই হবে। কিন্তু পরিবর্তে যারাই সরকারি ক্ষমতায় বসবে, তারা যদি সৎ ও আন্তরিক ভাবে চেষ্টা করেন, বড় জোর জনগণকে কিছু রিলিফ দিতে পারেন। এর বেশি পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কিছু দেওয়া সম্ভব নয়। গান্ধিজী, নেহেরু সহ সেদিনের বহু কংগ্রেস নেতাদেরই সততা কম ছিল না, কিন্তু

বন্‌ধের দিন পুরুলিয়া বাস স্ট্যান্ড

পুঁজিবাদকে টিকিয়ে রেখে ও তার হয়ে কাজ করতে গিয়ে আজ দেশের ও কংগ্রেসের কী পরিণতি হয়েছে? তাই জনগণের মূল সমস্যাগুলির স্থায়ী সমাধানের জন্য, শোষণ-অত্যাচারের অবসানের জন্য পুঁজিবাদ উচ্ছেদের বিপ্লব সংগঠিত করতে হবে, যা একমাত্র মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে হাতিয়ার করেই সম্ভব। এই কারণেই সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রতিষ্ঠিত এ দেশের একমাত্র যথার্থ মার্কসবাদী দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) শ্রমিক শ্রেণী ও সাধারণ মানুষকে বিপ্লবী চেতনায় সচেতন, উন্নত নৈতিক শক্তিতে বলীয়ান ও সংঘবদ্ধ করে রাজ্যে রাজ্যে শ্রেণীসংগ্রাম ও গণআন্দোলন সংগঠিত করে যাচ্ছে — একদিকে কিছু জ্বলন্ত সমস্যার সমাধানে আশু দাবি আদায় ও অন্যদিকে এই পথেই আগামী দিনের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি সংগঠিত করার লক্ষ্য নিয়ে।

মনে রাখতে হবে, সিপিএমের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে মার্কসবাদ ও বামপন্থার প্রতি বিমুখতা আত্মহত্যার সামিল হবে। মার্কসবাদ কারোর মনগড়া নয়, আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলিকে ভিত্তি করে ইতিহাসের প্রয়োজনে এটি একটি বৈজ্ঞানিক দর্শন হিসাবে এসেছে। অন্যান্য বিজ্ঞানের মতোই, আবিষ্কার যেখানেই হোক, এর কোনও

৮ জানুয়ারি প্রতিবাদ দিবসে হাবড়ায় মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুতুল দাহ

দেশ নেই। বিজ্ঞানে যেমন সঠিক প্রয়োগ আছে, ভ্রান্ত প্রয়োগ আছে, অপপ্রয়োগ আছে, মার্কসবাদের ক্ষেত্রেও তাই আছে। তাই অপপ্রয়োগ ও ভ্রান্ত প্রয়োগ দেখে বিমুখ হওয়া চলে না। ইতিহাসে ধর্মীয় আন্দোলন, বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য শত শত বছর লড়াই হয়েছে। বহু পরাজয় ও পরাজয়, তারপর চূড়ান্ত জয় এসেছে। যদিও এসব আন্দোলন শ্রেণীশোষণ উচ্ছেদের লড়াই ছিল না। সেখানে রাশিয়ায়, চীনে শোষণ উচ্ছেদকারী সমাজতন্ত্র কয়েক দশকের পর সংশোধনবাদের আক্রমণে বিপর্যস্ত হওয়ায় হতাশার কারণ নেই। পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে রাশিয়া, চীন ফিরে পেয়েছে পুঁজিবাদী দাস্যবৃত্তি, চরম শোষণ ও দারিদ্র্য, অনাহারে, বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু, বেকারত্ব, ছাঁটাই, পতিতাবৃত্তি। তাই আবার এসব দেশে সমাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি উঠেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ ইউরোপের সকল উন্নত পুঁজিবাদী দেশ ও সমগ্র পুঁজিবাদী দুনিয়া আজ চূড়ান্ত বিপর্যয়ের সম্মুখীন। এ সব দেশে প্রবল শ্রমিক-ছাত্র বিক্ষোভের উত্তাল জোয়ার চলছে, সমাজ পরিবর্তনের আওয়াজ উঠছে। এই অবস্থায় ভারতের পুঁজিবাদ কী দিচ্ছে, শোষণ- ভ্রষ্টাচার-দুর্দশা ছাড়া আর কী-ই বা দিতে পারে? তাছাড়া ভারতের অন্যান্য রাজ্যে ও কেন্দ্রে বার বার সরকার পরিবর্তনের পথে নানা ঝাণ্ডার দক্ষিণপন্থীরাই তো রাজত্ব চালাচ্ছে, তাদের সাথে এ রাজ্যের ভণ্ড মার্কসবাদীদের পার্থক্যই বা কী!

তাই সকলের প্রতি আবেদন জানাচ্ছি, মার্কসবাদ ও সংগ্রামী বামপন্থায় অবিচল আস্থা রেখে শ্রেণীসংগ্রাম ও গণআন্দোলন গড়ে তুলুন, তীব্রতর করুন।

R.N.I. No 5268 / 60
Postal Registration No. KOL / RMS / 138 / 2010-12

গণহত্যার প্রতিবাদে চার জেলায় সর্বাত্মক বনধ

একের পাতার পর

ঘটানো হয়েছে এবং পুলিশ-প্রশাসন এর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। তাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে লক্ষ করেন, নেতাই গ্রামের নারী-পুরুষ অত্যাচারী সিপিএম-যৌথবাহিনী-প্রশাসন চক্রের কাছে আত্মসমর্পণ করেনি। এ দিন জেলা সম্পাদক সহ দলের কর্মীরা হাসপাতালে ছুটে গিয়েছেন, আহতদের দ্রুত চিকিৎসার জন্য দাবি জানিয়েছেন।

১০ জানুয়ারি বনধের সর্বাত্মক প্রভাবে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় কালেক্টরেট, স্টেট ব্যাঙ্ক, হেড পোস্ট অফিস, জেলা পরিষদ, পৌরসভা, জেলা আদালতের গেট খুলতে পারেনি সিপিএম ও প্রশাসন। স্কুল-কলেজ-বাজার সব বন্ধ ছিল। সিপিএম ও প্রশাসন বনধের সাফল্য দেখে অনেক বেলায় বনধ ভাঙতে নামে এবং ডি এম-কে গোপনে পিছনের গেট দিয়ে কালেক্টরেটে ঢোকায়। এস ইউ সি আই (সি) কর্মীরা গেটে অবরোধ করলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। কালেক্টরেট গেট ও জজ কোর্টে পুলিশের লাঠিচার্জে আহত হন কমরেডস তপন সামন্ত, দীপক পাত্র, বিশ্বরঞ্জন গিরি সহ অনেকে। ওখান থেকেই জেলা সম্পাদক কমরেড অমল মাইতি সহ ১৪ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলাতে বনধ ছিল সর্বাত্মক। এস ইউ সি আই (সি) কর্মীরা সকাল থেকেই কোলাঘাট, দেউলিয়া, সিদ্ধা, মহাশ্বেতা সহ সর্বত্র মিছিল করে বনধের সমর্থনে প্রচার চালান। তমলুকে জেলাশাসক অফিসে কো-অর্ডিনেশন কমিটির লোকেরা জোর করে ঢুকতে গেলে এস ইউ সি আই (সি) কর্মীদের সঙ্গে বচসা হয়। ৬নং ও ৪১ নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করা হয়। কাঁথি, হলদিয়া, তমলুক, এগরা মহকুমায় কোর্ট-কাছারি-অফিস ইত্যাদি সবই বন্ধ ছিল। **পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটি ১৩ জানুয়ারি লালগড়ে গণহত্যাকারীদের শাস্তির দাবিতে ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধের দাবিতে জেলাশাসক দপ্তরে গণআইন অমান্যের ডাক দিয়েছে।**

বাঁকুড়া জেলাতেও বনধ হয়েছে সর্বাত্মক। জেলাশাসক দপ্তর, কালেক্টরেট, পোস্ট অফিস, স্টেট ব্যাঙ্ক সহ অন্যান্য ব্যাঙ্ক, হাটবাজার ইত্যাদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বন্ধ ছিল। হিড়বাঁধ, ইঁদপুর, শালতোড়া, রানিবাঁধ সহ সমস্ত ব্লকেই বনধে জনসাধারণ ব্যাপক সাড়া দিয়েছেন।

পুরুলিয়াতে বনধ হয়েছে অভূতপূর্ব। বান্দোয়ান, বলরামপুর, ঝালদা ইত্যাদি এলাকায় যেখানে যৌথবাহিনীর ব্যাপক অত্যাচার দীর্ঘদিন ধরে চলছে, সেখানকার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়েছেন বনধে। পুরুলিয়া শহর, সাঁতালডিহি, পারবেলিয়া কোলিয়ারিতেও বনধ হয়েছে সর্বাত্মক। শহরে অফিস কর্মচারীরা নিজেরা বনধের সমর্থনে পিকেটিং করেছেন।

এ দিন সন্ধ্যায় এক বিবৃতিতে এস ইউ সি আই (সি) রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু চার জেলার জনগণকে বনধ সফল করার জন্য অভিনন্দন জানিয়ে দাবি করেছেন, ১) লালগড়ের নেতাই গ্রামে গণহত্যাকারী সিপিএম ক্রিমিনালদের গ্রেপ্তার করে শাস্তি দিতে হবে, ২) জঙ্গলমহলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় অবিলম্বে সিপিএম ক্রিমিনালদের সশস্ত্র ক্যাম্প ভেঙে দিয়ে বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার করতে হবে, ৩) সিপিএম ক্রিমিনালবাহিনীর তাণ্ডবে নিহত, আহত ও ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, ৪) সশস্ত্র সিপিএম বাহিনীর এলাকা দখল কর্মসূচির সহযোগী যৌথবাহিনীকে অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে, ৫) 'মাওবাদী' তকমা দিয়ে মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার করা সকলকে বিনা শর্তে মুক্তি দিতে হবে।

লালগড়ে গণহত্যার প্রতিবাদে ৮ জানুয়ারি শিল্পী, সাংস্কৃতিক কর্মী ও বুদ্ধিজীবী মঞ্চের উদ্যোগে কলেজ স্কোয়ার থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত বিশাল মৌনমিছিল

১০ জানুয়ারি কলেজ স্ট্রীট
প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী ও ছাত্র সংগঠন ডি এস ও

শিক্ষার উপর সর্বাত্মক আক্রমণের বিরুদ্ধে দশম কলকাতা জেলা ছাত্র সম্মেলন

অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দেওয়া, শিক্ষার বেসরকারিকরণ ও ফি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে, যৌনশিক্ষা চালু করার প্রতিবাদে এবং সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গনের দাবিতে ২৮-২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হল এ আই ডি এস ও-র দশম কলকাতা জেলা সম্মেলন। ২৮ ডিসেম্বর দিনটি হল এ আই ডি এস ও-র প্রতিষ্ঠা দিবস।

২৮ ডিসেম্বর সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশ কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগর মূর্তির পাদদেশে সহস্রাধিক ছাত্র জমায়েত হয়। এই সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন এ আই ডি এস ও-র কলকাতা জেলা সভাপতি কমরেড মলয় পাল। প্রকাশ্য সমাবেশে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের প্রাক্তন রাজ্য সম্পাদক এবং এস ইউ সি আই (সি)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। এ ছাড়া বক্তব্য রাখেন এ আই ডি এস ও-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড কমল সাঁই ও কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড অংশুমান রায়।

২৯ ডিসেম্বর আশুতোষ মুখার্জী মেমোরিয়াল হলে অনুষ্ঠিত হয় সম্মেলনের প্রতিনিধি অধিবেশন। শুরুতেই ছাত্র আন্দোলনের শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। কেন্দ্র-রাজ্য সরকার যেভাবে শিক্ষার ওপর সামগ্রিক আক্রমণ নামিয়ে এনেছে, তার বিরুদ্ধে আন্দোলনকে সংগঠিত ও শক্তিশালী করতে মূল প্রস্তাব নেওয়া হয়। এ ছাড়া জঙ্গলমহল থেকে যৌথবাহিনী প্রত্যাহার ও জঙ্গলমহল এলাকায় ফি মকুবের দাবিতে আন্দোলনকারী রাজ্য নেতা কমরেড সৌরভ ঘোষ সহ ১১ জন বন্দির নিঃশর্তে মুক্তির দাবিতে এবং কলেজ হোস্টেলে র‍্যাগিং ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে, উর্দু-হিন্দিভাষী ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনের জয় থেকে শিক্ষা নিয়ে শিক্ষার অন্যান্য সমস্যা সমাধানের দাবিতে প্রস্তাব পেশ হয়। সর্বসম্মতিক্রমে তা গৃহীতও হয়। সম্মেলনে ৫২৫ জন ছাত্র প্রতিনিধির উপস্থিতিতে কমরেড রাজকুমার বসাককে সভাপতি ও কমরেড ইমতিয়াজ আলমকে সম্পাদক করে ৫৫ জনের শক্তিশালী জেলা কমিটি গঠিত হয়। পরে সংগঠনের সর্বভারতীয় সহ সভাপতি কমরেড সুব্রত গৌড়ী ছাত্র প্রতিনিধিদের উদ্দেশে শিক্ষা আন্দোলনকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২২৬০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৪-৫১১৪, ২২২৭-৬২৫৯ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci-c.in